



# প্রতিবাদী কলম

pratibadikalam.news



PRATIBADI KALAM • Daily • 12<sup>th</sup> Year, 318 Issue • 27 November, 2021, Saturday • ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮, শনিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

## সংবিধান দিবসে প্রস্তাবনা পাঠ



প্রেস রিলিজ

সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও গুজবের যথায়োগ্য মর্যাদায় সংবিধান দিবস পালন করা হয়। সচিবালয়ের ২ নং সভাকক্ষে আয়োজিত সংবিধান দিবস পালন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী বীষ্ণু দেববর্মা, রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ, তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কাভি দেব, সমবায়মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমতিয়া-সহ বিভিন্ন দফতরের



প্রধান সচিব, সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীগণ উ পস্থিত ছিলেন। সংবিধান দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উপস্থিত সকলকে ভারতের সংবিধানের প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ সবকা সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের সংবিধানকে স্বশক্তিকরণের জন্য বাবা সাহেব আশ্বেদকরের দেখানো

পথকে শক্তিশালী করতে এবং জাতপাত-ধর্মের উর্ধ্বে উঠে নৈতিক দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী আজ সংসদে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস যা সর্বতোভাবেই বাবা সাহেব আশ্বেদকরের মার্গদর্শনেরই বড় একটা দিক। বাবা সাহেব আশ্বেদকরের দেখানো সাংবিধানিক

পথকে পাথের করে রাজ্যবাসীকে সঙ্গে নিয়ে এক শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর ত্রিপুরা যাতে গড়তে পারি এটিই আজকের দিনে আমাদের ব্রত হোক বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সাংবাদিক প্রতিটি ব্যবস্থা ও সংবিধানকে স্বশক্ত করার জন্য বর্তমান রাজ্য সরকারও সব সময় সচেষ্ট থাকবে।

## ‘উৎসবের মেজাজে পুর ভোট’ প্রেস রিলিজ

গুজবের সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানান, গতকাল রাজ্যের পুরভোটে মানুষ উৎসবের মেজাজে অংশগ্রহণ করেছেন। মোট ৮১.৫৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। এটা প্রমাণ করে যে রাজ্য সরকারের প্রতি জনগণের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। দেখা গেছে তিনটি নগর পঞ্চায়েতের ভোটে পুরুষের তুলনায় মহিলারা বেশি ভোটদান করেছেন। পাশাপাশি ১০৭ বছরের ২ জন, ১০৫ বছরের ১ জন এবং ১০৩ বছরের ১ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। রাজ্যের গণতন্ত্র ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার যে কাজ করছে তার বড় উদাহরণ পুরভোটে দেখা গেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

## আইনজীবীরা আক্রান্ত নীরবতায় ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলায় দুই আইনজীবীর বাড়ি আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় আইনজীবীদের সংগঠন কিংবা তাদের নীতি নির্ধারক সংস্থার কোনও প্রতিক্রিয়া কিংবা ন্যায় বিচারের জন্য চেষ্টা না দেখে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ এবং হতাশ এই পেশায় যুক্ত মানুষজন। ২৪ নভেম্বর রাতে শহরে এক বরিষ্ঠ আইনজীবীর বাড়ি আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত হয় এক আইনজীবীকে সহায়তা করার জন্য এক জুনিয়র আইনজীবীর বাড়িও, তার পরিবারের স্বাম্যধন্য আইন বিষয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকও আছেন। দুইদিন পার হয়ে গেলেও বার অ্যাসোসিয়েশন কিংবা বার কাউন্সিল’র কোনও প্রতিক্রিয়া নেই, নেই অন্য কোনও উদ্যোগও, এই অভিযোগ এনে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে এক উকিল বলেছেন, যারা সাধারণ মানুষের ন্যায়ের অধিকার আদায় করে দেয়াকেই পেশা হিসেবে নিয়েছেন এবং তা করছেনও, তারাই কি ভীত-সন্ত্রস্ত! তার অভিমত, প্রকাশ্যে কিছু না বললেও, অনেকের মনেই এই নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তাদের বক্তব্য, অ্যাসোসিয়েশন বা কাউন্সিল এগিয়ে এলে আইনজীবীরা সংগঠিতভাবে এগিয়ে আসবেন, ব্যক্তি হিসেবে বর্তমান পরিস্থিতির কারণে পিছিয়ে থাকলেও, সংগঠিতভাবে এগিয়ে আসার জোর পাবেন। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন যে আইনজীবীরা এক নবীন উকিলের মৃত্যু নিয়ে পথে নামার পরেই তদন্ত কমিটি, ডেথ অডিট করার সিদ্ধান্ত হয়। একা লড়াইয়ে তা সম্ভব হতো না। কয়েক মাস আগে আদালত চত্বরেই দুই আইনজীবী আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখনও ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## শহিদ থানার সেকেন্ড অফিসার নৃশংসতায় খুন পাঁচ



খুনি প্রদীপ দেবরায় (কুটি) ■ শহিদ ইলপেক্টর সত্যজিৎ মল্লিক (৪২), সেকেন্ড অফিসার, খোয়াই থানা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই / আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে শহিদ হলেন খোয়াই থানার সেকেন্ড অফিসার সত্যজিৎ মল্লিক। তাঁর বাড়ি রাজধানীর ইন্দ্রনগর এলাকায়। অকুস্থলে খুন হলো দুই বধুবা সন্তান সহ আরও চার জন। বধুভূমির নাম শেওড়াগুলি, ভিড় চৌমুহনী, উত্তর রামচন্দ্রঘাট, খোয়াই জেলা। জেলার পুলিশ সুপার আইপিএস কিরণ কুমার, প্রত্যক্ষদর্শী, খোয়াই থানা এবং প্রতিবেশীদের তরফে দেওয়া তথ্যনুসারে জানা গেছে, ওই এলাকার প্রদীপ দেবরায় ওরফে কুটি, পিতা অসিত দেবরায় গত কয়েকদিন ধরে ‘মানসিক অবসাদে’ ভুগছেন। তিনি কারোর সাথে কথাবার্তা বলতেন না। গুজবের মধ্যরাতে তিনি হঠাৎ উদ্বেজিত হয়ে পড়েন। ঘরের মাঝেই শাবল দিয়ে তার দুই সন্তানকে নৃশংসভাবে খুন করে তার স্ত্রী মীনা পাল দেবরায়কে মারাত্মকভাবে জখম করে। পরে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রদীপ এলাকার

বিভিন্ন বাড়ি ঘরে গিয়ে হামলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রতিবেশীরা ভয়ে ঘর থেকে প্রথম বেরোতে চায়নি। কিন্তু, পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে যে, প্রতিবেশীরা সকলেই বেরিয়ে পড়েন একসাথে। ততক্ষণে গোটা এলাকায় ‘গ্রাস’ সৃষ্টি করেছে প্রদীপ। একটা সময় প্রদীপ বেরিয়ে পড়ে ভিড় চৌমুহনী এলাকায়। রাস্তা দিয়ে একটি অটো আসছিল। ওই সময় প্রদীপ অটোটিকে দাঁড় করিয়ে অটোতে থাকা কৃষ্ণ দাস (৫৪) এবং তার ছেলে করণবীর দাসকে মারাত্মকভাবে জখম করে। ঘটনাস্থলেই কৃষ্ণ দাসের মৃত্যু হয়েছে বলে খোয়াই থানা এবং জেলা হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান খোয়াই থানার সেকেন্ড অফিসার সত্যজিৎ মল্লিক, সত্যজিৎ মল্লিক সেখানে পৌঁছেতেই প্রদীপ উদ্দাম হয়ে তাঁর উপর এলোপাখারি কোপ বসাতে থাকে। ঘটনাস্থলেই আরও বেশ

কয়েকজন রক্তাক্ত ও মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন। যদিও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে প্রদীপকে পাকড়াও করে। পরে সকলের সহযোগিতায় রক্তাক্তদের নিয়ে আসা হয় খোয়াই হাসপাতালে। সেখান থেকে জীবিতও রেফার করা হয়। কিন্তু, কর্তব্য পালন করতে গিয়ে শহিদ হলেন সত্যজিৎ মল্লিক। তাঁকেও রাতেই নিয়ে আসা হয়েছিল জিবি



হাসপাতালে। রাতে সংবাদ ভবন থেকে খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমারকে ফোন করা হলে তিনি জানিয়েছেন, প্রদীপ দেবরায়কে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রদীপ দেবরায়’র দুই কন্যা সন্তান, তার ভাই ও একজন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। সংবাদ লেখা পর্যন্ত খবর - মীনা পাল দেবরায়কে জিবিতে রেফার করা হয়েছে। করণবীর দাসের চিকিৎসা চলছে খোয়াই হাসপাতালে। পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখেছেন জেলার পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে থানা পুলিশ ও জেলার টিএসআর ক্যাম্পের জওয়ান ও পদস্থরা। পুরো ঘটনায় ধর্মঘমে পরিস্থিতি, বাকরুদ্ধ খোয়াই জেলা। রাত ৪টা পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদে আরও জানা গেছে, খোয়াই ও জিবি হাসপাতালে মারাত্মকভাবে জখমদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

## গুণমানই প্রকৃত পুরস্কার

# সিষ্টার

এখন মিক্সড মশলা

নিশ্চিতের প্রতীক

# সিষ্টার

সর্বশ্রেষ্ঠ গুঁড়া মশলা

স্বাদে গুণমানে প্রতি ঘরে ঘরে

## নিঃস্পৃহতায়



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। সিপিআইএম’র আঁতুড় ঘরের ঠিক পার্শ্বের বাড়িতেই ‘তিনি’ আবার এলেন। প্রথমবার এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হাত ধরে। দ্বিতীয়বার যখন এলেন, তখন কাক-পক্ষীও টের পেলো না। এবার আর কোনও আয়োজন বা আড়ম্বর নয়। নীরবে এবং অতি নীরবে ‘তিনি’ নিজের পরিচিত চুপি এবং চশমা পরেই বসে পড়লেন। গত সেপ্টেম্বর মাসের ৮ তারিখ ‘তাঁকে’ উৎখাত করে দিয়েছিলো শাসক দলের দুষ্কৃতীরা। আড়াই ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## কাস্তেতে নরম ঘাসফুলে গরম পুলিশ মানিক এড়ালেন মিডিয়া

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। খেলা হবে! খেলা হচ্ছেও! তবে এই খেলা সেই খেলা নয়, এ আরও ভয়ঙ্কর রকমের খেলা! অন্তত সিপিএম-বিজেপি শীর্ষ স্তরে ‘কানামাছি’ খেলা চলছে। অন্তত এমেনা আশঙ্কা করতে শুরু করেছেন দলের নিচু স্তরের কর্মী-সমর্থকরা। বিশেষ করে বামপন্থী লোকজনেরা। পুরভোট চলাকালীন সময়ে এমন খেলা তারা লক্ষ্য করেছেন। তাদের বক্তব্য, সত্যিই যদি সেটিং-এর এমন খেলা হয়ে থাকে, তাহলে তারাই বা পড়ে পড়ে মার খাবেন কেন? সেটিং তারাও শুরু করতে পারেন। তারপরেও কমরেডদের বেশির ভাগ অংশই এখনও মানিক সরকারকেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলে মনে করেন। কিন্তু মাঝে মাঝেই তারা হতাশ হয়ে পড়েন নেতৃত্বের অদ্ভুত কার্যকলাপে এবং সন্দেহও হয় শাসকের এক চোখে



তাই এক চোখে তেল দেখে। তবে এর সবটাই শীর্ষ স্তরে, নিচু স্তরে আক্রান্ত সকলে। একটা সময় ছিল দীর্ঘ বাম শাসনে মানিক সরকার হয়ে উঠেছেন প্রায় প্রবাসপ্রতিম। মুখামুখি পদ থেকে তিনি এত সহজে সরে যাবেন বা তাকে সরিয়ে দেবে জনগণ তা ভাবতেও তিনি

পারেননি। আর সেই সময়ে মানিকবাবুর কাছে রাজ্যের সাংবাদিকরা ছিলেন বরাবরই ব্রাত্য। কোনও কিছুতেই মানিকবাবু রাজ্যের এক দু’জন সাংবাদিক ছাড়া বেশিরভাগ সাংবাদিককেই হাতের গোনার মধ্যেই আনতেন না। কিন্তু বহিরাঙ্গের ম্যাগাজিন সাংবাদিক থেকে ফ্রি-লেন্সার প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি কথা বলতেন একেবারে নিয়ম করে। বাদ শুধু রাজ্যের ‘আইল্যাপটী’ সাংবাদিকরা। মানিকবাবুর বহিরাঙ্গের সাংবাদিকরাও মানিকবাবুকে একটু বেশিই খাতির যত্ন করতেন। এ নিয়ে রাজ্যের সাংবাদিকদের যে আক্ষেপ ছিলো না যি এক চোখে তেল দেখে। তবে এর সবটাই শীর্ষ স্তরে, নিচু স্তরে আক্রান্ত সকলে। একটা সময় ছিল দীর্ঘ বাম শাসনে মানিক সরকার হয়ে উঠেছেন প্রায় প্রবাসপ্রতিম। মুখামুখি পদ থেকে তিনি এত সহজে সরে যাবেন বা তাকে সরিয়ে দেবে জনগণ তা ভাবতেও তিনি

## পড়ুয়াদের হাতে যাওয়া প্রশ্নেই আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। আগস্টের শেষে দীর্ঘ কেরিড-বছের পর স্কুল খুলেছে, তারপরেও পেরিয়ে গেছে তিন মাস, শিক্ষা দফতর এখন তিন থেকে আট ক্লাসের জন্য কত নম্বরে পরীক্ষা হবে, প্রশ্নের কী নমুনা হবে, ইত্যাদি নিয়ে নোটিশ জারি করেছে। আরও চমৎকার, গত শিক্ষা বছরের পরীক্ষা না হওয়া বার্ষিক প্রশ্নের এক(এ) অংশে পরীক্ষা নিয়েছে, তারই বাকী অংশ (বি এবং সি) দিয়ে হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার পর

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন করবে। যে প্রশ্ন চলে গেছে পড়ুয়ার হাতে, তা দিয়েই ‘ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট’ করার নির্দেশ দিয়েছে দফতর। ২৩ নভেম্বর এই বিষয়ে নির্দেশ জারি হয়েছে কেন্দ্রীয়ভাবে করা এইসব প্রশ্নপত্র আন্তর্জাতিক স্কুলে দেয়া হয়েছে। “এ” অংশ দিয়ে পরীক্ষার যে নির্দেশ জারি হয়েছিল, যা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, তাতে বলা হয়েছিল, প্রশ্নটি পড়ুয়ারা বাড়ি নিয়ে যাবে, সেটা পরের পরীক্ষার গাইড হিসেবে কাজ করবে। “এ” অংশের পরীক্ষার প্রথম নির্দেশে স্কুলগুলিকে

নিজের নিজের পরীক্ষার দিন ঠিক করতে বলা হয়, এই কাগজ তখন খবর করেছিল, বিভিন্ন স্কুল একই প্রশ্নপত্রের পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন তারিখে পরীক্ষা নিলে প্রশ্নপত্র বেরিয়ে যাবে, ইন্টারনেটের যুগে পরীক্ষা হওয়ার আগেই তা হাতে হাতে কারও কারও কাছে পৌঁছেও যাবে। তারপর দফতর আবার কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষার দিন ঠিক করে। যদি আগের নির্দেশে মত ‘এ’ অংশের পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্র পড়ুয়ারা বাড়ি নিয়ে থাকে, তবে ‘বি’ এবং ‘সি’ অংশের প্রশ্ন তাদের

কাছে পৌঁছেই গেছে। সেরকমই নির্দেশ ছিল। ২৩ নভেম্বরের নির্দেশে সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে আগস্টের শেষেই একটা অংশের স্কুল শুরু হয়েছিল। পরীক্ষার নমুনা বদল আনা হয়েছে স্কুল খুলে পর তিন মাস ক্লাস হয়ে যাওয়ার পর। একশ নম্বরে পরীক্ষা হবে না। পরীক্ষা হবে মোট ৭০ নম্বরের। তিন থেকে পাঁচ ক্লাসের জন্য বেসিক নিউমারেলস’র, রিডিং স্কিল (এ) পরীক্ষা ২৮ নম্বরের, ছয় থেকে ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## কমরেডের বাড়িতে শিবলিঙ্গ, রেহাই দিলো না দুর্ভওরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। বাইক বাহিনী এবার আক্রমণের নিশানা থেকে বাদ দিলো না মহাদেবের মূর্তি এবং শিবলিঙ্গকেও। ধর্মীয় আবেগে আঘাত করে নিজেদের ‘প্রতিহিংসাপরায়ণতা’কে প্রকাশ্যে আনলো একদল দুষ্কৃতি। অভিযোগ যদি সত্যি হলে থাকে, দুষ্কৃতিরা সকলেই শাসক দলের সমর্থক এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী। গুজবের পুর নিগম নির্বাহনে লাঞ্ছন এমন এক বামপ্রার্থীর বাড়িতে তুমুল হুটগোল চালায় শাসক দল ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতিরা। বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই দিকে দিকে নানা প্রশ্ন উঠেছে। গত কয়েকদিন আগে শাসক দলের শ’য়ে শ’য়ে কর্মীরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাদেশে দুর্গা প্রতিমা ভাঙুর এবং দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে নানা ঘটনাকে নিয়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন। ছি: ছি:, ষ্ঠিকার জানাই, হায় হায়— এমন বহু শব্দ ও স্লোগানে সরব হয়েছিলো নগর ও গ্রাম। রামভক্তরা বিভিন্ন প্রতিবাদ মিছিলে গলা ফাটিয়ে জানান দিয়েছিলেন, দেব-দেবীদের উপর আক্রমণ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। গুজবাবাদের একটি রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা সেই বিষয়টিকে বুজো আঙুল দেখালো! এদিন, আগরতলা পুর নিগমের ৬নং ওয়ার্ডের বামপ্রার্থী দেবাশিস বর্মণ হরিজনের



বাড়িতে শাসক দল এবং আরএসএস ও বিশ্বহিন্দু পরিষদ সমর্থিত কয়েকজন দুষ্কৃতিরা তুমুল তাণ্ডব চালায়। এমনটাই অভিযোগ এলাকারবাসীরা। সম্প্রতি বাংলাদেশের হিন্দু নির্বাহনে রাজ্যে উক্ত পরিষদের সদস্যরা বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে নিজেদের ধর্মীয় অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন। সেই ঘটনার রেশ না কাটতেই, পুর নিগমের ভোটকে কেন্দ্র করে এদিন যেভাবে শ্রীহরিজনের বাড়িতে আক্রমণ চালায় কতিপয় দুষ্কৃতি, তা এককথায় ন্যাকারজনক। দেবাশিসবাবুর বাড়ির শিবমন্দিরের একটি অংশকে এদিন আক্রমণের নিশানায় রাখা হয়। ভেঙে ফেলা হয় বাড়ির মন্দিরের মহাদেবের মূর্তি। সেই সঙ্গে ভাঙা যায় একটি ছোট আকৃতির গণেশ মূর্তি সহ মন্দিরের আরো এক-দুটো অংশ। বিষয়টি নিয়ে গোটা এলাকায় ছি: ছি: রব উঠেছে। গত বেশ কয়েকদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শাসক দলের কর্মীরা তাণ্ডব চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। নির্বাচনের দিন দুপুরের পর থেকেই শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড এলাকায় তুমুল গুলগোল হয়েছে। গুজবাবাদের তার রেশ থামেনি। এদিন, দেবাশিসবাবুর বাড়ির চৌহদ্দিতে যে টিনের বেড়া ছিলো, সেটি ভেঙে রীতিমতো ধ্বংস করে দেওয়া হয়। কাচের বোতল দিয়ে টিল ছোঁড়া হয় বাড়িতে। দেবাশিসবাবুদের ● এরপর দুইয়ের পাঠায়



## সোজা সার্প্টা ফায়দা

পুর নিগম ভোট প্রহসনে পরিণত হয়েছে বলে আজ বামেরা চিৎকার করছে ঠিকই, কিন্তু এ রাজ্যে ভোটে রিগিং আমদানির অন্যতম জন্মদাতা কিন্তু এই বামেরাই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আগরতলা পুর নিগম ভোটে শাসক দল এতটা ফাঁকা জমি পেলো কিভাবে? কারা শাসক বিজেপি-কে ফাঁকা ময়দানে ভোট করার জন্য সুযোগ এনে দিলো? কেন আগরতলা পুর নিগম ভোটে বামেরা রাস্তায় নেমে বিজেপি-কে মোকাবেলা করতে পারেনি? আসলে বামেরা যে কায়দায় ২৫ বছর শাসন করে গেছে বিজেপিও এখন বামেদের সেই কায়দায় শাসন করছে। বামেরা যেমন বিরোধীদের ভোটে পছন্দ করতো না তেমনি এবার বিজেপিও ভোটে বিরোধীদের জায়গা দিতে চায়নি। তবে এতে করে বিজেপি-র আসলে কতটা লাভ হলো তা সময়ে বোঝা যাবে। তবে বামেদের ভোটের ময়দান ছেড়ে দেওয়ার একটা ফায়দা হয়তো তুলতে পারে তৃণমূল। আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনে বামেরা যে সমস্ত কেন্দ্রে প্রার্থী দিতে পারেনি সেই সমস্ত কেন্দ্রে তৃণমূল নিশ্চয় জমি খুঁজে পাবে। আগরতলা পুর নিগম ভোটে হয়তো এটা বোঝা যেতে পারে যে, এশহর বিজেপি-র বিরোধী হিসাবে কাকে চাইছে। তৃণমূল যদি ২০ শতাংশ ভোটও পায় তাহলেও বলতে হবে তৃণমূলের এই ভেট এসেছে বাম এবং বিজেপি থেকেই। এখন অপেক্ষা শহর আগরতলা বামেদের তৃণমূলের পেছনে রাখে না তৃণমূলের আগে রাখে।

## তাণ্ডব বন্ধে পুলিশের কঠোর হস্তক্ষেপ চাইলো সিপিএম-সহ বিভিন্ন সংগঠন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর। ১১ পুর সংস্থার নির্বাচন সাদ হতেই আগরতলা পুরনিগম-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে অপ্রত্যাশিত ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে। সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি রাজধানী কেন্দ্রিক ঘটনাবলী তুলে ধরে পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। শুক্রবার রাতও বিভিন্ন জায়গায় হামলা হুজুতি ও তাণ্ডব চালানোর খবর পাওয়া গেছে। রাতই বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনকে অবগত করে কঠোর হস্তক্ষেপ দাবি করেছে সিপিএম। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির তরফেও দাবি করা হয়েছে পুরনিগম নির্বাচনে ভোট লুট করারে শাসকদলের দুর্বৃত্ত বাহিনী। এদিকে, সিআইটিউ’র তরফেও পাণ্ডা লাগামহীন ভোট লুটের অভিযোগ করে পুনঃভোটের দাবি জানানো হয়। সিআইটিইউ মনে করে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিরাত অংশ তাদের ভোটধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। সার্বিক বিষয়গুলো তুলে ধরে সিআইটিইউ বলেছে, সীমাহীন সন্ত্রাস, আক্রমণ, ভোটারদের ভোটদানে বাধা, পোলিং এজেন্ট-সহ বিরোধী নেতা কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা, সাধারণ ভোটারদের উপর নির্যাতন ও হুমকি দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনা কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে। ছাড়া ভোট দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এক্ষেত্রে রাজ্য নির্বাচন কমিশনেরও হস্তক্ষেপ দাবি করেছে সিআইটিইউ। সিআইটিইউ মনে করে, সংবিধান স্বীকৃত মানুষের মৌলিক অধিকার অর্থাৎ ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকারকে কবরস্থ করে বাম আমলের উৎসবের মেজাজে ভোটের আবহের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। রক্তাক্ত দাবি কার্যবাহিনী প্রক্রিয়া। ধর্মনগর, খোয়াই-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ভোটকে প্রহসনে পরিণত করার অভিযোগ করেছে সিআইটিইউ। তাই সংগঠন পুনঃভোটের দাবি করেছে। সিআইটিইউ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী এও অভিযোগ করেছেন শাসক দলের নেতা, মন্ত্রী ও বিধায়করা ময়দানে নেমে অশান্তির সৃষ্টি করেছে। এদিকে, টিহিসিসি এইচবি রোডের তরফে দাবি করা হয়েছে, ত্রিপুরায় এক সময় ছিল গণতন্ত্রের মূরগাক্ষত্র যেকোনও নির্বাচন ছিল ভোট উৎসব। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রাপ্তিয়ার এক সময় ছিল গণতন্ত্রের মূরগাক্ষত্র। এর তীর নিন্দা ও ধিকার জানিয়েছে সংগঠন। একই সাথে এসব ঘটনার জন্য দায়িত্বে গ্রেহেতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি করা হয়েছে টিহিসিসি এইচবি রোডের তরফে। এদিকে, সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির তরফে আরও জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ৩০ মিনিটে ১৫ সাধক ২০ জনের

বিজেপি আশ্রিত দুর্ভুতি বাহিনী আগরতলা পুর নিগমের ৬নং ওয়ার্ডের সিপিআই(এম) প্রার্থী দেবাশিস বর্মণের (হরিজন) বাড়ি আক্রমণ করে ব্যাপক ভাঙুর করা হয়। সিপিএম’র তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, এই হামলা সংঘটিত করার সময় দুর্বৃত্তদের নেতৃত্বে ছিল --- আশিস দত্ত,প্রান্তিক দেবনাথ, রাজীব রবিদাস, হেটেন দে, রাজীব সাহা, দেবাশিস মজুমদার, গোপাল ঘোষ, রাজু গৌড়, প্রদীপ দেবনাথ, মরণ দাস। সিপিএম’র তরফে সরাসরি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে। এদিকে সিপিএম নেতৃত্ব আরও জানিয়েছে, এই দুর্বৃত্তরা দেবাশিস বর্মণের বাড়িতে থাকা স্থাপিত শিব মন্দির মূর্তি-সহ ভেঙে দেয়। তাছাড়াও বাড়ির বাউন্ডারি, জানালা ইত্যাদি ও অন্যান্য জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। পাশাপাশি এই দুর্বৃত্তরা বিশ্বজিৎ লোধ, রাকেশ দেবনাথ ও কমল দাসের বাড়িতেও আক্রমণ সংঘটিত করেছে। একই সাথে আগরতলা পুর নিগমের ৯নং ওয়ার্ডে বিজেপি কর্মীদের বাধা অগ্রাহ্য করে কার্পীপুরের নারায়ণ দাস ও রেশম বাগানের অর্ণব চক্রবর্তী ভোটদান করলে কিন্তু হায়ে, বিজেপি দুর্বৃত্তরা সন্ধ্যা ৩টার প্রথমে নারায়ণ দাসের বাড়ি আক্রমণ করে। বাড়িতে ঢুকে কম্পিউটার-সহ ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্র ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। এমনকী রাতে খাবারের ভাত-সহ হাঁড়ি লাথি মেরে গুড়িয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। তারপর দুর্বৃত্তরা রেশম বাগানের অর্ণব চক্রবর্তীর বাড়িতেও আক্রমণ করে তার গাড়ি ভেঙে দেয়। এদিকে, শুক্রবার বিকাল ৪টা ৩০মিনিটে নাগাদ বারঘাটটি ওএনজিস কমপ্লেক্সের মেইন গেইটের বিপরীতে সাইবাবা সেলফ হেল্পগ্রুপের রেশন দোকান থেকে রেশন সামগ্রী আনতে গিয়ে সিপিআই(এম) হাঁপানিয়া লোকাল কমিটির সদস্য অরুণ কুমার সাহা বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তদের দ্বারা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হন। বিজেপি দুর্বৃত্ত অভিজিৎ দেবনাথ, প্রীতম রায়ের নেতৃত্ব ৭/৮ জন দুর্ভুতি রেশন দোকানের দরজা বন্ধ করে দোকানের ভিতরে অরুণ কুমার

সাহাকে কাঠের ফাইল দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে তার হাত,মুখ,মাথা-সহ সারা শরীর রক্তাক্ত করে। শুধু তা-ই নয়, দুর্বৃত্তরা তার কাছ থেকে দুটি এটিএম কার্ড, মোবাইল ফোন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, একটি স্মার্ট কার্ড ও কয়েকশো টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায়। মারাত্মকভাবে আহত অরুণ কুমার সাহাকে চিকিৎসার জন্য আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এদিকে, সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদকমন্ডলী বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তদের দ্বারা সংঘটিত এইসব আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছে। দুর্বৃত্তদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি করছে। জেলা সম্পাদকমন্ডলী মনে করে, আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে বিজেপির আশ্রিত দুর্বৃত্তরা ক্ষান্ত হয়নি, ভোট গ্রহণের খানিকটা পরেই আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন এলাকায় সিপিআই(এম) কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ ভোটারদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। এদিন রাতও বেশ কয়েকটি জায়গায় এইসব আক্রমণ সংঘটিত হচ্ছে বলে সিপিএম জানিয়েছে। ইতিপূর্বে সিপিএম’র তরফে এসব ঘটনা বন্ধ করতে পুলিশ প্রশাসনের নিকট দাবি জানিয়েছে। সিপিএম মনে করে, এখনই তা বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি বিজেপির নেরাজ কায়েমের বিরুদ্ধে শুভবৃদ্ধিসম্পন্ন শাস্তিকামী জনগণকে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি। আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে এমন বহু খবর পাওয়া গেছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে পুলিশ প্রশাসন কি ভূমিকা পালন করছে সেটা তাদের কার্যকলাপেই ধরা পড়ছে। শুক্রবার আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত লংকামুড়া-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের বাড়িঘরে ইট পাটকেল নিক্ষেপেরও অভিযোগ পাওয়া গেছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে এলাকা সাধারণ মানুষও স্থানীয় বিধায়ককে হস্তক্ষেপ করার দাবি করেছে বলে জানা গেছে। আগামী ২৮ নভেম্বর ভোটগণনা। সাধারণ মানুষ এলাকায় পুলিশ টিএসআর ও আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের টহলদারীর জোরালো দাবি করেছে।

### চোখের ছানির অস্ত্রোপচার

**প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।।** জিবিপি হাসপাতালে সাফল্যের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে চক্ষু রোগীদের বিভিন্ন অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে। ২৩ নভেম্বর, ২০২১ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে ৫৮ জনের চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করা হয়। জিবিপি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধান চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. ফণী সরকারের নেতৃত্বে মেডিক্যাল টিম এই অস্ত্রোপচারগুলি করেন। বর্তমানে সকলেই সুস্থ আছেন। স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

### গুরুতর আহত মহিলা ও চালক

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ২৬ নভেম্বর।।** পর পর দুটি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দু’জন। কুমারঘাট ট্রাক সিডিকট এলাকায় বাইকের ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হন কবিতা দেববর্মী নামে এক মহিলা। ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহত মহিলাকে উদ্ধার করে কুমারঘাট হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মহিলাকে রেফার করা হয় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে। কবিতা দেববর্মার বাড়ি ধুমাহুড়া এলাকায়। তিনি কর্মসূচি কুমারঘাটে বসবাস করেন। এদিকে পৌঁচারণল থানাধীন মাছমারা এলাকায় একটি লরি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে চালক আহত হন। ১২ চাকার লরিটি পেঁচারণল থেকে মাছমারার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। লরিতে ছিল প্রচুর সংখ্যক পাইপ। কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

### গুরুতর আহত বৃদ্ধা

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ নভেম্বর।।** বাড়ির ছাদ থেকে নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হলেন ৬২ বছরের অর্চনা দাস। তার বাড়ি উদয়পুর গকুলপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায়। শুক্রবার বিকেল তিনটা নাগাদ গকুলপুর বাজার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সংলগ্ন এলাকাস্থিত নিজ বাড়ির ছাদের উপর থেকে নিচে পড়ে যান তিনি। তার মুখে এবং মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী সেখানে ছুটে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে তিনি কিভাবে ছাদের উপর থেকে পড়ে গেলেন সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।

### সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার মিছিল

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ২৬ নভেম্বর।।** দিল্লির কৃষক আন্দোলনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে সংহতি জানিয়ে শুক্রবার গভাছড়ায় সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে মিছিল সংগঠিত হয়। সিপিআইএম গভাছড়া মহকুমা কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়। সেই মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মধ্য বাজারে এসে শেষ হয়। সেখানে হয় পথ সভা। পথ সভায় ভাষণ রাখেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য ললিত ত্রিপুরা, সন্তোষ চাকমা, ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, সুশান্ত হাজারি প্রমুখ।

### বিজেপির ধন্যবাদ র্যালি ও পথসভা

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৬ নভেম্বর।।** কদমতলা-কুর্তি মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক র্যালি বের করা হয়। কদমতলা “নটরাজ মুক্ত মঞ্চের” সামনে থেকে র্যালিটি বাজার পরিক্রমা করে পুনরায় মুক্ত মঞ্চের সামনে এসে সমাপ্ত হয়।

### ৫২৭ জন শিক্ষানবীশ নিয়োগ

● ৬-এর পাতার পর চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত যোগিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাকেন আপনার হোয়াটস আপ নম্বরে।

### ৫ শতাধিক এপ্রেন্টিস

● ৬-এর পাতার পর জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে।

### এওজের তীর প্রতিবাদ

● **আটের পাতার পর** - এওজে সভাপতি সুবল কুমার দে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, ত্রিপুরায় আজ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নেই। মুখ্যমন্ত্রী সমেত মন্ত্রী ও শাসক দলের নেতারা সংবাদমাধ্যমকে প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছেন। সাংবাদিকদের উপরে প্রতিনিয়ত আক্রমণ চলছে। তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাল্যবের উপর আক্রমণকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানান। স-সভাপতি সমীর ধর সাধারণ মানুষকে সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের পাশে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারও আজ লুপ্তিত। এওজের-র সম্পাদক জয়ন্ত দেবনাথ সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সরকার এবং শাসক দল সংবাদ মাধ্যমের উপর আক্রমণ বন্ধ না করলে গুরুতর ভুল করবে। অন্যতম কর্মকর্তা বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান সরকার আসার পর থেকেই সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যমের উপর হামলা চলছে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সাংবাদিক মাল্লান-কে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। কোনও রাজনৈতিক রঙ লাগিয়ে বা “দুর্ঘটনা” সাজিয়ে যেন একে লুণ্ণ না করা হয়। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিশালগড় প্রেস ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা গৌতম ঘোষ।

### যান সন্ত্রাসে জখম ১২

● **তিনের পাতার পর** আহত হন এক যুবক। আহত যুবকের নাম আশিস বর্মণ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, খোয়াই পহরমুড়া এলাকার আশিস বর্মণ বাইসইকেল নিয়ে খোয়াইয়ের দিকে আসার সময় একটি আটের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে যান। বিষয়টি প্রত্যক্ষদর্শীদের নজরে আসলে খবর দেওয়া হয় খোয়াই দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় আশিসকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে আশিস বর্মণের খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

### কোনও একটি দল

● **সাতের পাতার পর** ছিল, এটাই রোনান্ডোর শেষ বিশ্বকাপ হতে চলছে। সিআরসেডেন নিজেও এ রকমই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠেছে, আদৌ কি রোনান্ডো কাতারে খেলতে পারবেন? কারণ ইতালি বাধা টপকে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করাটা পক্ষে ইতালির জন্য খুব সহজ হবে না।

### দক্ষিণ আফ্রিকা সফর

● **সাতের পাতার পর** নতুন প্রজন্মের জন্য ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর ঘিরেও জমাতে শুরু করেছে আশঙ্কার মেঘ। ভারতীয় দল শেষমেশ দক্ষিণ আফ্রিকা উড়ে যাবে কিনা, সেই সিদ্ধান্ত এখন ভারত সরকারের হাতে। এক বোর্ড কর্তা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন যে, বিসিসিআই সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে। অনাদিকে ভারতীয়-এ দল এই মুহূর্তে তিনটি চার দিনের বেসরকারি টেস্ট খেলতে দক্ষিণ আফ্রিকায় উপস্থিত। শোনা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনে ম্যাচ কেন্দ্র বদলে এ-দলের সেই সিরিজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিরিজের প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছে শুক্রবারই।

### নীরবতায় স্কোভ

● **প্রথম পাতার পর** আইনজীবীরা ন্যায় চেয়ে একসুরে কথা বলেছিলেন। যদিও টানবাহানা পুলিশ করেছিল। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকলেই কি আইনজীবীরাও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গুটিয়ে যাবেন, তাতে কি পরিস্থিতি পালটে যাবে, প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তার মতে আইনজীবীদের বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির নীরবতাও অনেক উকিলই বিভ্রান্ত, হতাশ এবং সঙ্কীর্ণন হয়ে পড়েছেন। আরেক সূত্র বলেছে, পুর ও নগর নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, বুথ দখলের মত ভিডিও সামনে এসেছে, প্রার্থী পর্যন্ত আক্রান্ত, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা প্রশ্নের মুখে, তখন ২৬ নভেম্বর আইনজীবীদের সংবিধান দিবস নিয়ে মেতে ওঠার প্রয়োজন ছিল না, বরঞ্চ সংবিধানকে রক্ষা করার, সাংবিধানিক অধিকারকে রক্ষা করার জন্য এইদিনে পথে নামার দরকার ছিল।

### সমস্যার সমাধান

● **পাঁচের পাতার পর** বিদ্যালয়ের পানীয় জলের সমস্যা বিষয়ের স্বীকারোক্তিমূলক প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই টাকারজলা ডিভিউউএস দফতর পানীয় জলের মেশিন ঠিক করে স্কুলে এনে বসিয়ে দেয় বলে জানিয়েছেন স্কুলের প্রধানশিক্ষক উত্তম কুমার দেববর্মী। এখন স্কুলে পানীয় জলের কোন সমস্যা নেই। মিড-ডে-মিল রান্না হচ্ছে সঠিক ভাবে। ছাত্রছাত্রী এলাকার অভিভাবক-সহ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এখন খুশি। সেই সঙ্গে প্রতিবাদী কলম পত্রিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

### টাকা হচ্ছে উধাও

● **পাঁচের পাতার পর** নাম অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি আগে জানতে পারেননি। ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী গ্যারান্টার দেওয়ার জন্য যে সকল নথিপত্র দেওয়া প্রয়োজন তারা তাও জমা দেননি। অন্যের সোনের টাকা দু’জন গ্রাহকের কাছ থেকে কিভাবে কাটা হচ্ছে তা জানতে শুক্রবার দু’জন ব্যাঙ্কে আছেন। তারা এই বিষয়ে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সাথে কথা বলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দু’জন গ্রাহক বুঝে উঠতে পারেননি কিভাবে কোনো নথিপত্র ছাড়া ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাদের গ্যারান্টার করলেও

## প্রশ্নেই আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন!

● **প্রথম পাতার পর** আট ক্লাসের জন্য ১৪ নম্বরের। ফোকাসড সিলেবাস (বি) থেকে তিন থেকে পাঁচ”র জন্য মোট ১৪ এবং ছয় থেকে আট ক্লাসের জন্য মোট ২৮ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। সিলেবাসের বাকী অংশ (সি) থেকে তিন থেকে পাঁচ ক্লাস পর্যন্ত মোট ২৮ নম্বরের প্রশ্ন, বাকী ক্লাসগুলির জন্যও তাই। তিন থেকে পাঁচ ক্লাসের জন্য কোনও পিরিওডিক টেস্ট থাকছে না। উপস্থিতির জন্য ৫ নম্বর, আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন থেকে ৫ নম্বর, হাফ-ইয়ার্লি থেকে ৩০ নম্বর, আর আনুয়াল থেকে ৫৫ নম্বর, মোট ১০০, এই দিয়ে চূড়ান্ত ফল হবে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ৭০ নম্বরের হাফ-ইয়ার্লি এবং আনুয়াল, কিন্তু ফল হবে ১০০ নম্বরের ভিত্তিতেই। আট ক্লাসের পর পরীক্ষা কত নম্বরে হচ্ছে, তা নিয়ে ছাত্র ছাত্রিকের হাচ্ছে রাজো। পর্বদের গাইডলাইন, শিক্ষা দফতরের গাইডের সাথে মিলছে না বলে অভিযোগ। পিরিওডিক টেস্ট না হলেও ক্যাচ-আপ ইত্যাদি পরীক্ষা না হওয়া পরীক্ষার প্রশ্নে পরীক্ষা হয়ে গেছে। দুই বড় পরীক্ষার প্রশ্ন কেন্দ্রীয়ভাবেই দেয়া হবে। ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে জানাতে হবে হাফ-ইয়ার্লিতে কোন স্কুলে কত পরীক্ষার্থী।

### রেহাই দিলো না দুর্বৃত্তরা

● **প্রথম পাতার পর** বাড়ির স্নানঘরে রাখা বিভিন্ন জিনিসপত্র এদিন বাড়ির সীমানার একপাশে এসে পড়ে যায়। জানালার কাচ ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই অভিযোগ জানিয়ে ইতিমধ্যেই ওই এলাকার বেশ কয়েকজন সামাজিক মাধ্যমেও সরব হয়েছে। বক্তব্য হচ্ছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে বামপ্রার্থীর বাড়িতে শাসক দলের কতিপয় দুষ্টুতি ছাড়া আর কেউ-ই ভোটের পর্বদিন আক্রমণ করতে পারে না। যদিও বা পারে, তাহলে সেসব দুষ্টুতির হয় তৃণমূল বা কংগ্রেস সমর্থিত হবে। এই সম্ভাবনা যে এখন রাজ্যের মাটিতে নেই, সেকথা এক অন্ধজনও বলে দিতে পারবেন। এদিন, সরকারের পর থেকেই ৬ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী দেবাশিস বর্মণ হরিজনের বাড়িতে বাইক বাহিনীর তাণ্ডব পরিলক্ষিত করেন এলাকাবাসী। সরকারের পর থেকেই হাতে লাঠি এবং কাচের বোতল নিয়ে ওই এলাকায় ঢুকে পড়ে শাসক দল সমর্থিত কিছু বাইক আরোহী। চোখের নিম্নেমে দেবাশিসবাবুর বাড়ির চারপাশে যে টিনের বেড়া, তাতে আক্রমণ করতে শুরু করে। এই ঘটনায় স্তম্ভিত এলাকাবাসী বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মতো করে প্রতিবাদ করতে শুরু করলেও, ভয়ে অনেকেই সঁটে আছেন। গত দুদিন ধরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঠিক একইরকমভাবে বাইক বাহিনীর তাণ্ডব লক্ষ্য করা গেছে। শুক্রবারও তার রেশ পড়েছে শহরের বিভিন্ন জায়গায়। শহরতলিতেও একইরকমভাবে আক্রমণের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। এদিন যেভাবে বামপ্রার্থীর বাড়িতে মহাদেবের ছবি এবং শিবলিঙ্গের উপর আক্রমণ হানা হয়, তা অত্যন্ত লজ্জার। অভিযোগ যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে মনে রাখতে হবে, শাসক দলের তরফে গত কয়েক সপ্তাহ আগে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বাল্যাদেশে ঘটে যাওয়া দুর্গা প্রতিমার উপর আক্রমণকে ঘিরে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল আয়োজিত হয়। এদিনের মন্দির ভেঙে ফেলা এবং মহাদেবের ছবিকে ভেঙে ফেলার ঘটনা নতুন করে সংশ্লিষ্ট মহলে নানা প্রশ্ন তুলছে। দেখার, এই বিষয়ে আদৌ কোনও সঠিক তদন্ত হয় কিনা।

### নি:স্পৃহতায়

● **প্রথম পাতার পর** মাসের মাথায় দলীয় নেতারা ‘উনাকে’ স্বমহিমায় আবার প্রতিস্থাপন করেছেন। কিন্তু ‘ভয়ে’ কাউকে না জানিয়েই। শুক্রবার রাতে দশরথ দেব স্মৃতি ভবনে, দশরথ দেবের নতুন একটি আবক্ষমূর্তি বসলে। ১৪ অক্টোবর ১৯৯৮ সাল। ৮২ বছর বয়সে রাজ্যের সমতল এবং পাহাড়ের হাজার-লাখে মানুষের চোখে জল এনে প্রয়াত হয়েছিলেন জননেতা দশরথ দেব। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদের গুরুদায়িত্ব সমালোচনিত্বেই দেশের রাজ্যের পর পূর্তনর বাম সরকার রাজ্যের শেষ কিছু জায়গায় উনার প্রতিকৃতি বসিয়েছিল। কয়েকটি সড়ক এবং প্রেক্ষাগৃহ বা কমিউনিটি হলের নামও উনার নামে রাখা হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টিকে ঘিরে দশরথবাবু প্রতিদিন বামপন্থী নেতা-নেত্রীদের স্মরণে ছিলেন, সেই ঠিকানা খোদ মেলারমাঠের ‘দশরথ দেব স্মৃতি ভবন’। সিপিআইএম’র অন্যতম প্রধান আঁতড়াকরে প্রবেশদ্বারের বসানো ছিলো উনার প্রতিকৃতি। ওই প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে মুম্বিবন্ধ হাত তুলে সত্ধামের জন্য প্রতিজ্ঞা করেননি, এমন বাম নেতা-নেত্রী কম আছেন রাজ্যে। শুক্রবার ওই ভবন এবং প্রতিকৃতিটিকে ঘিরে আরেক নতুন ইতিহাস রচিত হলো। গত ৮ সেপ্টেম্বর শাসক দলের একটি মিছিল থেকে যখন প্রতিবাদী কলম, পিবি-২৪ এবং কলমের শক্তি সংবাদ ভবনের উপর নগ্ন আক্রমণ হানা হয়, তখনও অদূরে ‘বসা ছিলেন’ দশরথবাবু। মেলারমাঠের উক্ত ভবনটিতে তখনো দশরথবাবু নীরবে ‘দেখছেন’, উনার দলের আরেকটি কার্যালয় বর্তমান শাসক দলের হাতে গুড়িয়ে যাচ্ছে। উনি ‘দেখছেন’, তিনটি সংবাদমাধ্যমের প্রধান কার্যালয় মুহূর্তে গুড়িয়ে গেলো! খোদ পত্রিকা সম্পাদকের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলো শাসক দলের দুর্ভুত্তিরা। হঠাতো তখনও তিনি জানতেন না, কিছুক্ষণের মধ্যেই উনাকেও ‘দেখ’ করে দেওয়া হবে! বাস্তবে তাই হলো। গত ৮ সেপ্টেম্বর প্রতিবাদী কলম পত্রিকা অফিস ভাঙচুরের পর, শাসক দলীয় মিছিলটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই সিপিআইএম’র রাজ্য কার্যালয়ের ঠিক পাশে বসানো দশরথ দেবের প্রতিকৃতিট গুড়িয়ে দেয়। তারপর প্রায় আড়াই মাস কেটে গেলো। শুক্রবার ওই এইই জায়গায় দশরথবাবুর প্রতিকৃতি বসানো হলো নতুন করে। রাজ্যের এক ভাস্কর-শিল্পীর বাড়িতে গত দেড় মাস ধরে মূর্তিটি নির্মিত হয়েছে। বিরোধী নেতা মানিক সরকারের তত্ত্বাবধানে গোটা কর্মকাণ্ডটি সম্পন্ন হয়। শাসক দলের হাতে গুড়িয়ে ফেলা দশরথবাবুর প্রতিকৃতিটি উক্ত ভবনে সিপিআইএম’র কিংবদন্তি নেতা জ্যোতি বসু উন্মোচন করেছিলেন। দশরথ দেবের প্রতিমূর্তি উন্মোচনেরও এই মুহূর্তটো রাজ্য রাজনীতির এক আলোকিত আশ্রয়। কিন্তু হাতে কী হবে? না রইলো বীশি, না বীশুগুণি। দশরথ দেবের যে প্রতিমূর্তিটি জ্যোতি বসু উন্মোচন করেছিলেন, সেই দুই-এর একজনও নেই। দশরথবাবু প্রয়াত হয়েছেন ৯৮ সালে। আর জ্যোতিবাবুর প্রয়াণ ২০১৩ সালের ১৭ জানুয়ারি। শুক্রবার রাতে আরেকই দুই জননেতার অনুপস্থিতিতে ‘নতুন’ একটি প্রতিকৃতি এনে বসানোর মধ্যে আর কিছু না হলেও, বর্তমান বিরোধী দলের ‘নীরব অথচ নি:স্পৃহ’ ভাবটি দারুণভাবে প্রকাশিত হয়। গুড়িয়ে যাওয়া দশরথবাবুর মূর্তি প্রতিস্থাপনটি একটি খেলাতো রাজ্যে আরোজনের মধ্যে অন্তত হতে পারতো। আর কিছু না হোক, ‘নেতা’ হিসাবে পথ দেখানোর বার্তা দিয়ে খোদ মানিক সরকার এটি বসাতে পারতেন। বার্তা যেতো দলে। বার্তা যেতো ভয়ে সিঁচিয়ে থাকা কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও। নিগম নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগে লুকিয়ে লুকিয়ে গণমুক্তি পরিষদের নেতা এবং সর্বভারতীয় কিষাণ সভার প্রাক্তন সহ সভাপতির প্রতিমূর্তি স্থাপন আদতেই বর্তমান বিরোধী দলের ক্ষয়িষু চিত্রকে প্রকাশ্যে আনে।

### মানিক এড়ালেন মিডিয়া

● **প্রথম পাতার পর** সরকারও তাদের কাছে একটা বড় খবর। কারণ, ২০১৮ সালে ভোটে হেরে যাওয়ার আগেও বহির্বির্জাের সাংবাদিকদের দিয়ে তিনি খাইয়ে দিয়েছিলেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এতটাই দরিদ্র তিনি তার স্ত্রী রিক্সা দিয়ে যেমন বাজারহাট করেন, তেমনি মানিকবাবু সরকারি গাড়ি ব্যবহার না করে মানিকবাবু রিক্সায় চড়ে মহাকরণে যান। আদতে যা তিনি কোনওদিনই করেননি। কিন্তু বহির্বির্জায়ের সাংবাদিকরা এ জাতীয় প্রচারেও কোনও খাতটি পারেনি। সেই মানিকবাবু পুরোটে দেরেন স্বাভাবিকভাবেই বহির্বির্জায়ের মিডিয়ার কাছে তিনি হাট কেবো। আগের দিনই তার বাড়ি থেকে খবর এসেছে ভোটের দিন সকাল নয়টা নাগাদ মানিকবাবু ভোট দিতে পারেন। সেই মোতাবেক বহির্বির্জায়ের সাংবাদিকরা এবং রাজ্যের সাংবাদিকরাও হাজির মানিকবাবুর ভোটের ঘরবি ঘরবি নিতে এবং তার বক্তব্য ধারণ করতে। কিন্তু সবাইকে ঘূমে রেখেই মানিকবাবু সকাল সাতটা নাগাদ চুপিসারে ভোট দিয়ে চলে আসেন তার আবাসে। কাকপক্ষীও যেন টের পেলেন না। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর তার নিজ দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যেই প্রশ্ন জাগে— হঠাৎ করে মানিকবাবু সাংবাদিকদের এড়ালেন কেন? এ রাজ্যের সাংবাদিকদের না হয় তিনি এড়িয়ে গেলেন, কারণ এ রাজ্যের সাংবাদিকদের দুয়েকজনকে ছাড়া অন্যান্যদের তিনি একটা পাতে তোলেন না। কিন্তু বহির্বির্জায়ের সাংবাদিকদের জন্য তিনি পাত বিছিয়েই রাখেন। এবার সেখানেও এতো বিরাগ কেন? অনেকেই ব্যাখ্যা— সাংবাদিকরা মানিকবাবুর প্রতিকৃতি জানতে চাইবেন। আর রাজ্যে যেভাবে ভোটের নামে সন্ত্রাস শুরু হয়েছে এ নিয়ে মানিকবাবুকে মুখ খুলতে হবে। তিনি হয়তো এটানি এই মুহূর্তে মুখ খুলে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হোক। হতে পারে সে কারণেই মানিকবাবু একেবারে সরাসরি সাংবাদিকদের এড়িয়ে গিয়েছেন। নইলে বিরোধী দলনেতা হিসেবে তার প্রতিবাদী ভূমিকা এবং অশ্বশই মিডিয়াকে ব্যবহার করে সর্বভারতীয় স্তরে বাড় তোলার ইচ্ছা থাকার কথা ছিলো সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তিনি সেই সুযোগকে বিবেচন এড়িয়ে গেলেন কেন? নিন্দুকো অবস্থা তার আয়ের সমস্ত বিরোধী দলনেতাদের সরকারি সুযোগ সুবিধার সঙ্গে মানিকবাবুর সুযোগ সুবিধার আকাশ-পাতাল তফাৎ নিয়ে সমালোচনা করেন। তাদের মতে, মানিকবাবুর মুখামন্ত্রিকের সময়েই যারা বিরোধী দলনেতা ছিলেন তারেককে বরারই দেওয়া হতো বিধানসভা সচিবালয়ের সবচেয়ে পুরোনো ভাড়া গাড়ি। সুধীর রঞ্জন মজুমদার থেকে শুরু করে সমীর রঞ্জন বর্মণ, জওহর সাহা, রতন লাল নাথ, সুদীপ রায় বর্মণ প্রত্যেকেই বিরোধী দলনেতা হিসেবে যে গাড়ি পেতেন সেই গাড়ি বর্থদন বহ্বার রাস্তায় হঠাৎ বিকল হয়ে যাওয়ার পর বিরোধী দলনেতা নিজেও গাড়ি ঠেলেননি এমন অভিজ্ঞতা খুব কম হয়েছে। কিন্তু মানিকবাবু চতুনে মুখ্যমন্ত্রীর সমতুলা গাড়ি। থাকেন সুরমা অটালিকার। অন্যান্য সরকারি সুযোগসুবিধা একেবারে মুখ্যমন্ত্রী সদৃশ। সিপিএম’র অন্যান্য নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে এবং কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বের আচার-আচরণ আর মানিকবাবুর সঙ্গে তাদের আচার-আচরণ কোনোটাই যেন মেলানো যায় না। সেদিক থেকে সন্ত্রাসের আহুহে এমন ভোটের দিনে মানিকবাবু রাজ্যের এবং জাতীয় মিডিয়াকে এড়িয়ে যাওয়ায় প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে। অনেকেই তীব্রকি মন্তব্য, কোথাও গড়পাটী নয় তাতে? আরও একটি বিষয় সাধারণ কার্যকরভদের মনে নতুন প্রশ্নের ইচ্ছন দিয়েছে। সিপিএম-র প্রার্থীরা যখন অন্যকেই আক্রান্ত, পোলিং এজেন্টরা ভোট কেন্দ্রের ভতরে থাকতে পারছেন না, প্রায় সমস্ত এজেন্টদেরকেই কাউন্টিং হল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তখন সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে এবং পুলিশি ভূমিকার সমালোচনা করে জিতেন চৌধুরী, নারায়ণ করের নেতৃত্বে আগরতলা পুর পরিষদের বাম প্রার্থী ও এজেন্টরা পশ্চিম থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান। টানা বিক্ষোভ চললেও এডালপিউ রমেশ যাদব তাদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেন। প্রায় একই ধরনের অভিযোগ নিয়ে কাছাকাছি সময়েই পূর্ব থানা ঘেরাও করেন তৃণমূলের লোকজনেরা। তাদের প্রার্থীরাও আক্রান্ত। এজেন্টরা রক্তাক্ত। কিন্তু দেখা গিয়েছে, বাম নেতৃত্বকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত পাঠানো গেলোও তৃণমূলের লোকজনদের রেয়াত করেনি পুলিশ। তাদেরকে সোজা গ্রেফতার করেছে পূর্ব থানা। প্রায় একই সময়ে একই ইমুহুতে দুটি রাজনৈতিক দল দুই থানা ঘেরাও করেছে। একটি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হলেও অন্য রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদেরকে সরাসরি গ্রেফতার। এর পেছনে কি রাজনীতি রয়েছে এবং পুলিশই বা কিভাবে এমন এক চোখে ঘি আর এক চোখে তেল দিয়ে নিজেদের কার্য সমাধা করেছে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বর্তমান সরকার কি তাহলে কান্তিতে নরম আর খানসফুলে চরম? এমন ভাবকে প্রত্যেকেই চাইছে? প্রথমে জাতীয় মিডিয়াকে মানিকবাবুর এড়িয়ে যাওয়া, পরে থানাস্তরে দুই রাজনৈতিক দলের প্রতি ভিন্ন আচরণ দেখে নানা প্রশ্ন, নানা কৌতূহল, নানা জিজ্ঞাসা জন্ম নিয়েছে। বিশেষ করে আক্রান্ত কয়েডেরা এ নিয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছে।



পুর ও নগর নির্বাচন ২০২১													
জিলা	পুর ও নগর সংস্থার নাম	ভোটারের সংখ্যা				ভোট দান (সংখ্যা)				ভোট দান (শতাংশ)			
		পুরুষ	মহিলা	অন্যান্য	মোট	পুরুষ	মহিলা	অন্যান্য	মোট	পুরুষ	মহিলা	অন্যান্য	মোট
উত্তর ত্রিপুরা	ধর্মনগর পুর পরিষদ	১৪,৬৯৪	১৫,০৯৯	০	২৯,৭৯৩	১১,৫৫০	১১,৪৬৯	০	২৩,০১৯	৭৮.৬০	৭৫.৯৬		৭৭.২৬
	পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত	২,৮৪৯	২,৯৪১	০	৫,৭৯০	২,৩১৫	২,৪০৭	০	৪,৭২২	৮১.২৬	৮১.৮৪		৮১.৫৫
উনাকোটি ত্রিপুরা	কৈলাসহর পুর পরিষদ	৮,১৯৫	৮,৮৮৬	০	১৭,০৮১	৬,৬৯১	৭,০২৫	০	১৩,৭১৬	৮১.৬৫	৭৯.০৬		৮০.৩০
	কুমারঘাট পুর পরিষদ	৪,৯৪৬	৫,২৬২	০	১০,২০৮	৪,১৫৬	৪,৩২২	০	৮,৪৭৮	৮৪.০৩	৮২.১৪		৮৩.০৫
ধলাই	আমবাসা পুরপরিষদ	৫,৫৩৯	৫,৪৬৮	০	১১,০০৭	৪,৭১২	৪,৬২৫	০	৯,৩৩৭	৮৫.০৭	৮৪.৫৮		৮৪.৮৩
খোয়াই	খোয়াই পুর পরিষদ	৩,৬৯৬	৩,৮৪১	০	৭,৫৩৭	৩,৪১৭	৩,২৮৬	০	৬,৭০৩	৯২.৪৫	৮৫.৫৫		৮৮.৯৩
	তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ	৭,৮২৩	৮,১০২	০	১৫,৯২৫	৬,৭১৩	৬,৮৬৫	০	১৩,৫৭৮	৮৫.৮১	৮৪.৭৩		৮৫.২৬
পশ্চিম ত্রিপুরা	জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েত	২৮৯	৩২২	০	৬১১	২১৬	২৩৫	০	৪৫১	৭৪.৭৪	৭২.৯৮		৭৩.৮১
	আগরতলা পুর নিগম	১,৭০,৪৬৭	১,৭৪,৭৫৮	১৪	৩,৪৫,২৩৯	১,৪১,৮৮৪	১,৩৭,২৭০	০	২,৭৯,১৫৯	৮৩.২৩	৭৮.৫৫	৩৫.৭১	৮৪.৮৬
সিপাহিজলা	মোলাঘর পুর পরিষদ	৬,০৩৪	৫,৬৯৬	০	১১,৭৩০	৫,১৫১	৪,৮০৯	৫	৯,৯৬০	৮৫.৩৭	৮৪.৪৩		৮৪.৯১
	সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত	৪,০৯৮	৪,২৫৬	০	৮,৩৫৪	৩,৬৪৬	৩,৭৫৭	০	৭,৪০৩	৮৮.৯৭	৮৮.২৮		৮৮.৬২
গোমতী	অমরপুর নগর পঞ্চায়েত	৪,০৩৭	৪,১৩৫	০	৮,১৭২	৩,৫৭৪	৩,৫৬২	০	৭,১৩৬	৮৮.৫৩	৮৬.১৪		৮৭.৩২
দক্ষিণ ত্রিপুরা	বিলোনিয়া পুর পরিষদ	৭,৮৮৫	৮,২৫০	০	১৬,১৩৫	৮,৭৮১	৮,৬৮৯	০	১৩,৬০১	৮৬.৩৯	৮২.২৯		৮৪.৩০
	সাক্রম নগর পঞ্চায়েত	২,৬৯৭	২,৭৬২	০	৫,৪৫৯	২,৩৮৬	২,৩৯৭	০	৪,৭৮৩	৮৮.৪৭	৮৬.৭৮		৮৭.৬২
	সর্বমোট	২,৪৩,২৪৯	২,৪৯,৭৭৮	০	৪,৯৩,০৪১	২,০৩,২২৩	১,৯৮,৮১৮	৫	৪,০২,০৪৬	৮৩.৫৫	৭৯.৬০	৩৫.৭১	৮১.৫৪

## যান সন্ত্রাসে জখম ১২

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা/কল্যাণপুর/খোয়াই, ২৬ নভেম্বর ।। যান সন্ত্রাস কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না পুলিশ এবং প্রশাসন। এখন শহরেও বেড়েছে যান সন্ত্রাস। ট্রাফিক পুলিশের সামনেই ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা হচ্ছে। শুক্রবার ভিআইপি রোডের গোর্খাবন্ডি এবং পূর্ব আড়ালিয়ায় আলাদা দুই যান দুর্ঘটনায় ৬ জন জখম হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তাও রয়েছে। আহতদের দেখতে জিবিপি হাসপাতালে গিয়েছিলেন বিধায়ক ড। দিলীপ কুমার দাস। জানা গেছে, গোর্খাবন্ডি বিএড কলেজের কাছেই শুক্রবার ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা হয়। একটি বাস পার্কের দিক থেকে সোজা আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো এবং ইকো গাড়ির উপর তুলে দেয়। অল্পেতে রক্ষা পান ঘটনাস্থলে উ পস্থিত ট্রাফিক পুলিশ। যান দুর্ঘটনায় অন্ততপক্ষে ৫ জন আহত হয়েছেন। তাদের অধিকাংশ ইকো গাড়ি তে ছিলেন। দমকলের গাড়ি তে আহতদের জিবিপি হাসপাতাল নেওয়া হয়। এরা হলেন সিধাই মোহনপুরের প্রদীপ দেববর্মা, চাইল্ড লাইনের কর্মী সূত পা হোমরায়, কুঞ্জবনের উজ্জ্বল দেব, ৭৯ টিলার সঞ্জয় সাহা এবং শিবানন্দ দেবনাথ। ট্রাফিক পুলিশের কর্মী জানিয়েছেন, বাসটি সম্ভবত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। অমিও অল্পে কোনওরকমে রক্ষা পাই। বোঝার আগেই পালিয়ে বাস চালক। এই দুর্ঘটনা ঘিরে এলাকায় ভিড় জমে যায়। তৈরি হয় রাস্তায় যানজট। এদিনই পূর্ব আড়ালিয়ায় গুরুদাস পাড়ায় মারুতি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হন প্রাণজিৎ বিশ্বাস নামে এক যুবক। তার বাড়ি পূর্ব চাম্পামুড়ায়। শুক্রবার বিকাল পৌনে চারটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি হয়। প্রাণজিৎ রাস্তা পাড় হওয়ার সময় মারুতি গাড়িটি তার উপর তুলে দেয়। গাড়ির চাকার নিচেই ছিল প্রাণজিতের পা। এলাকাবাসীরা দমকল এবং পুলিশে খবর দিলে তারা ছুটে যায়। দমকলের কর্মীরা গিয়েই গাড়ি সরিয়ে প্রাণজিতকে উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতাল নিয়ে যায়। আগরতলায় একের পর এক যান সন্ত্রাসের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াচ্ছে। এদিকে বিকট শব্দে চালকের অসাবধানতায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে প্রায় ২০ ফুট নিচে পড়ে যায় যাত্রীবাহী গাড়ি। কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত তেলিয়ামুড়া-খোয়াই সড়কের ডিভিউএস দফতরের পাশে এই দুর্ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে টিআর০১এয়ার ০৬৮০ নম্বরের একটি গাড়ি তেলিয়ামুড়া যাবার পথে ডিভিউএসদফতরের পাশে রাস্তায় বাঁক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। গাড়িটি রাস্তা থেকে ২০ ফুট নিচে নুপেন্দ্র কপালীর বাড়িতে পড়ে যায়। বিকট আওয়াজ শুনে পথচলতি মানুষ এবং আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। শুরু হয় চিৎকার চৈচামেচি। গাড়ির ভেতরে চালক-সহ ৫জন যাত্রী ছিলেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আহত ৫ জনের মধ্যে গুরুতরভাবে আহত সুরজিৎ রায়(৩২), শিউলি রানি দাস (৩২), টুপ্পা আচার্য (১৮)। ফাঁকা রাস্তায় গাড়িটি কিভাবে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হল তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দুর্ঘটনায় সৌভাগ্যবশত নুপেন্দ্র কপালীর পরিবারের কেউ আঘাত পাননি।

অনেকেই মনে করছেন দ্রুতগতিতে চালক বাঁক নিতে গিয়েছিলেন। সেই কারণেই গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। এদিকে যান দুর্ঘটনায় গুরুতর ● এরপর দুইয়ের পাতায়

# ভোট দেওয়ার অপরাধে হামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলেন এবার আর ভোটমুখো হবেন না। কারণ, যত বিপদ ভোট দেওয়াতেই। কিন্তু শাসক দলের প্রার্থী বাড়ি এসে ভোট চেয়ে আবেদন জানিয়ে গিয়েছেন। সেই ভরসাতে ভেবেছিলেন প্রার্থী যেহেতু ভোট চেয়েছেন সেহেতু ভোটটা দিতেই হয়। আর শাসক দলের প্রার্থীও মানুষের আপদে বিপদে থাকেন বলে পুর নিগমের ৯ নং ওয়ার্ডের অর্থাৎ কাশীপুরের বাসিন্দা নারায়ণ দাস ভেবেছিলেন এককালে তিনি বাম সমর্থক থাকলেও এবার তিনি বিজেপি প্রার্থীকেই ভোট দেবেন। বিপদের বন্ধু বলে আর সেই বিপদের বন্ধুকে ভোট দিয়েই বিপদ ভেকে আনলেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাতে তার বাড়িতে কুড়ি/পঁচিশজনের একটি দল ঢুকে যায়। তার অপরাধ, তিনি ভোট দিয়েছেন। হামলাবাজদের একটাই বক্তব্য, নারায়ণবাবু এবং তার পরিবার ভোট দিতে গেলেন কেন? হামলাবাজরা নারায়ণ দাসের বাড়িতে ঢুকে ঘরের দুটো দরজা ভেঙেই ভেতরে ঢুকে যায়। ঘরে যা ছিলো সব তছনছ করে ফেলে। এমনকী ভাতের ডেকও ফেলে

দেয়। নারায়ণবাবুর স্ত্রী বার বার তাদের পায়ে পড়ছিলেন। কিন্তু তাতে কি? তাকেও আক্রমণ করতে তাদের হাত কাঁপেনি। বার বার শুধু নারায়ণ দাসের খোঁজ করছিলো তারা। হামলার সময়েই নারায়ণবাবু টের পেয়ে পাশের হাওড়া নদী পার হয়ে চলে যান ওপারে, বলদাখাল এলাকায়। ফলে তাকে না পেয়ে ঘরের কম্পিউটার, বাইক, স্কুটি আসবাবপত্র, ঘরের দরজা, জানালা বেড়া সব ভেঙে ফেলে। এক সময় তারা বাড়িতে আগুন দিতেও উদ্যত হয়। এরপর নারায়ণবাবুর স্ত্রীর কান্নায় ঘরে আগুন নেভানি। তবে নারায়ণ দাসের স্ত্রীকে বলে গিয়েছে আগামী ২০২৩ সালের বিধানসভা ভোটে যদি তারা ভোটকেন্দ্রমুখো হলে তাকে পখন আর রক্ষা পাবে না। এবার ভেঙে গিয়েছে তারা। আগামীবার একেবারে তিনায় তুলে দেবে। নারায়ণবাবুর স্ত্রীও হাতজোড় করে কীদতে কীদতে কথা দিয়েছেন আর ভোট কেন্দ্রে যাবেন না তারা। কোনওদিন ভোট দেবেন না। এবারও তারা ভোট দিতে যেতে চাইছিলেন না, কিন্তু শাসক দলের প্রার্থী উত্তম ঘোষ হাতজোড় করে ভোট চেয়ে যাওয়াতেই তারা ভোটকেন্দ্রে গিয়েছিলেন ভোট

# বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, ফটিকরায়, ২৬ নভেম্বর ।। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ৩৪ বছরের রাইসেল চাকমার। শুক্রবার সকালে দেওভ্যালি এডিসি ভিলেজের পাজেন্দ্রপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা। রাসেল চাকমা এদিন সকালে জম চাষ করতে গিয়েছিলেন। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার আগে থেকেই মাদিঁতে পড়েছিল। তিনি যখন জমিতে কাজ করছিলেন

অসতর্কতাবশত সেই বিদ্যুৎ পরিবাহী তারে পা ফেলেন। তখনই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন রাইসেল চাকমা। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরবর্তী সময় স্থানীয় লোকজন তাকে জমিতে পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার চৈচামেচি শুরু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ফটিকরায় থানার পুলিশ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। রাইসেল চাকমার

# টেস্ট নামলো হাজারে

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর ।। বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের বিধানসভা এলাকায় গত তিনদিন ধরে চলছে ব্যাপকহারে আক্রমণ। বিধায়কের হুমকির পর থেকেই এই ধরনের আক্রমণ বেড়েছে।সিপিএম’র রামনগর অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে আক্রমণের ঘটনায় তত্ত্বের দাবি তোলা হয়েছে। পশ্চিম থানায ২৩ নভেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত আক্রান্তদের বিবরণ জানিয়ে ডেপুটেশন দিয়েছে রামনগর অঞ্চল কমিটি। শুক্রবার ডেপুটেশনের কগজে স্বাক্ষর করেছেন গৌতম চক্রবর্তী, মিনতি বিশ্বাস, মিতালী ভট্টাচার্য-সহ চারজন। সিপিএম’র নেতাদের দাবি অনুযায়ী গত তিনদিনে আক্রান্ত হয়েছেন অন্ততপক্ষে ৮জন। রঞ্জিতনগরির সত্যুঘ সাহা এবং মনীয় বিশ্বাসের দোকান ভাঙচুর করা হয়। সন্তোষ সাহার টমটম ভেঙে দেওয়া হয়। রঞ্জিতনগরেই প্রদীপ করের মারুতি গাড়ি ভাঙা হয়। এলাকার অনেকর বাড়িতে বৃহস্পতিবার রাতে ইট বৃষ্টি হয়। নিবেদিতা ক্লাব এলাকায় বিজয় বিশ্বাসের দোকান ভাঙচুর করা হয়। বৃহস্পতিবার রাতে রামনগর ১১ নং রোড এলাকায় মানিক কুমার দেবের বাড়িতে শাসক দলের দুর্ভৃৎ বাহিনী আক্রমণ করে। দুই তিন দফায় একই বাড়িতে আক্রমণ হয়। মানিকের ছেলে এবং ভাইকে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। কালিকাপুর শীলপাড়ায় নেপাল রায়ের বাড়িতে বৃহস্পতিবার রাতে গেট ভাঙা হয়। পুলিশ গেলে দ্বিতীয় দফায়ও আক্রমণ করে দুর্ভৃৎ বাহিনী। এরপর ঘরে ভাঙচুর চালানো হয়। পালিত মোহণ নিয়ে যায়। রামনগর ৩ নং রোড এলাকায় বিজয় বিশ্বাসের বাড়িতে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ইট দিয়ে ঢিল ছোড়া হয়েছে। বিজয়ের বাড়িতে একজন অসুস্থ মহিলা রয়েছে। আক্রমণের ঘটনায় তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কালিকাপুর লেকপাড় এলাকায় রিকশা চালক অনিল দাসের বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়েছে রাতে। গোটা রাতেই রামনগর এলাকায় ঘুরছে বাইক বাহিনী। ব্রাসের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে পুলিশ বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে দাবি করেছে সিপিএম। আইন ভঙ্গকারীদের গ্রেফতারের দাবিও তোলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাতে পুলিশ টহল যাতে দেওয়া হয় তার দাবিও করা হয়।

## মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বামেদের বিক্ষোভ মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, অমরপুর,২৬ নভেম্বর।। পেট্রোল ডিজেল এবং রান্নার গ্যাস-সহ নিতাপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সিপিআইএম করবুক মহকুমা কমিটির আহ্বানে এক সাড়া জাগানো বিক্ষোভ মিছিল এবং সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার মিছিলটি সিপিআইএম করবুক মহকুমা দফতরের সামনে থেকে শুরু হয়ে উপরের বাজার হয়ে করবুক সাপ্তাহিক বাজারে যায়।

স্থান থেকে পুনরায় মহকুমা দফতরের সামনে এসে মিছিল শেষ হয়। এদিনের মিছিলে জনজাতি অংশের জনগণের উপস্থিতি ছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, অমরপুর,২৬ নভেম্বর।।

লক্ষ্মীরা। মিছিল শেষে নিত্যরঞ্জন দাসকে সভাপতি করে শুরু হয় প্রতিবাদী সভা। সভায় আলোচনা করেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য রতন ভৌমিক এবং সিপিআইএম করবুক মহকুমা সম্পাদক প্রিয়মণি দেববর্মা-সহ অন্যান্য নেতৃদ্বরা। আলোচনায় বক্তারা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের জোট সরকারের জনবিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন।

## সব কাউন্টিং হলে সি সি টিভি চাইলো বামফ্রন্ট

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর ।। পুর ও নগর ভোটের গণনায় প্রত্যেকটি কাউন্টিং হল সি সি টিভির অন্তর্গত আনতে দাবি তুলেছে বামফ্রন্ট। শুক্রবার বামফ্রন্টের কনভেনার নারায়ণ কর এনিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, এবারের আগরতলা পুর নিগম-সহ ১৯টি সংস্থার নির্বাচনে ইতিমধ্যেই প্রচুর বির্তক হয়েছে। ২৮ নভেম্বর গণনা। এই গণনা উ পলক্ষে নির্বাচন কমিশনারের কাছে চারটি দাবি করেছে বামফ্রন্ট। প্রথম দাবিটি হল সি সি টিভি রাখা, কাউন্টিং হলওলি তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা। কাউন্টিং হলের শেষ পর্যায়ে কেন্দ্রীয় প্যারামিটিটারি ফোর্স রাখার দাবি করা হয়েছে। কোনওভাবেই যাতে কাউন্টিং হলে অপ্রয়োজনীয় লোক প্রবেশ করতে দেওয়া না হয়। কাউন্টিং হলের ভেতর সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাজ দেওতে কোনও ধরনের বাধা যাতে না দেওয়া হয়।

## ছিনতাইবাজদের দৌরাত্ম্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, বিশালগড় / চড়িলাম, ২৬ নভেম্বর।। ছিনতাইয়ের নতুন নতুন ফন্দি এঁটেছে ছিনতাইবাজরা। বিভিন্ন ধরনের কৌশলের মাধ্যমে মহিলাদের স্বর্ণের চেইন ছিনতাই করে নিচ্ছে। এমনই ঘটনা ঘটলো শুক্রবার সকালে। জানা যায়, বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় লক্ষ্মী রানি সাহার বাড়ি তে এসে তামা-কাসা-স্বর্ণের চেইন পরিষ্কার এর নাম করে ওই মহিলার স্বর্ণের চেইন নিয়ে পালিয়ে যায় ছিনতাই বাজরা। ওই মহিলাকে পাউডার জাতীয় কিছু দিয়ে বেইশ করিয়ে স্বর্ণের চেইনটি হাতিয়েছে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন চড়িলাম ব্লকের দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক মহিলার থেকে থুলো পড়া দিয়ে স্বর্ণের চেইন নিয়ে যায়। জানা যায়, উক্ত এলাকার অনিমা নামের এক মহিলার বাড়িতে দুই যুবক স্বর্ণের চেইন পরিষ্কার করার কথা বলে। ওই মহিলা অস্বীকার করেন। পরবর্তী সময়ে ওই দুই যুবক পাশের বাড়ির এক মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করে পতঞ্জলি কোম্পানির কাজ করে বলে জানান। মোহারা বেগম নামে ওই মহিলাকে বিভিন্ন কৌশলের ফন্দিতে ফেলে স্বর্ণের চেইন পরিষ্কার করার নাম করে ওই মহিলার স্বর্ণের চেইনটি নিয়ে চম্পট হয়ে যায় এই দুই যুবক। পরবর্তী সময় পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশ ছুটে আসে।

# মিড ডে মিলে চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর ।। মিড-ডে-মিলে চোরদের হানা। ঘটনা গান্ধীগ্রাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। শুক্রবার স্কুল খুলেই চুরির বিষয় সামনে আসে। স্কুলের রান্না ঘর থেকে ১০৫ কিলো মণ্ডুর ডাল চুরি হয়েছে। স্কুলের মিড ডে মিলের দায়িত্বে থাকা শিক্ষিকা জানান, রান্না ঘরেই চাল, ডাল-সহ রান্না করার সামগ্রী থাকে। শুক্রবার স্কুলে এলে দরজা ভাঙা দেখতে পান এক কর্মী। ঘরের মধ্যে তিন বস্তায় রাখা ১০৫ কিলো মণ্ডুর ডাল উধাও দেখেন। এই চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। স্কুলে আগেও কয়েকবার চুরি হয়েছে। অভিযোগ, স্কুল চত্বরে সন্ধ্যা থেকেই নেশা আসক্ত যুবকদের আড্ডা জমে। গভীর রাত পর্যন্ত এই নেশায় আসক্ত যুবকরা বসে থাকে। তারাই চুরি করেছে পারে। পুলিশ রাতে টহল দিলেই চোরদের হাতেমোত দেওয়া হয়। মিড মিলের চাল চুরির ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল গরিব পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা। এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ গ্রামবাসীরা।

<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div>ত্রিপুরা সরকার</div>	<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div>Azadi Ka Amrit Mahotsav</div>	<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div>
<div>শ্রী বিপ্লব কুমার দেব</div>		<div>শ্রী যীষু দেববর্মা</div>
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার		মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার
<b>পঞ্চায়েত পুরস্কার-২০২২ (অর্থবছর-২০২০-২১)</b>		
সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অন্যান্য বছরের মত ভারত সরকারের পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা-সহ সব রাজ্যের গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলির (জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, ব্লক এড্‌ভাইজারি কমিটি, গ্রাম পঞ্চায়েত, ভিলেজ কমিটি) কাছ থেকে উৎকর্ষতম কাজের জন্য নিচে উল্লেখিত চারটি ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত পুরস্কার-২০২২ (অর্থবছর-২০২০-২১) পাওয়ার জন্য অনলাইন আবেদনের আহ্বান করা হয়েছে।		
ক্রমিক নং	পুরস্কারের নাম	পুরস্কার প্রদানের স্তর
১.	“দীন দয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত স্বশক্তিকরণ পুরস্কার (DDUPSP)” (উৎকর্ষতম কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার দেওয়া হয়)	জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, ব্লক এড্‌ভাইজারি কমিটি, গ্রাম পঞ্চায়েত, ভিলেজ কমিটি।
২.	“নানাজী দেশমুখ রাষ্ট্রীয় গৌরব গ্রাম সভা পুরস্কার (NDRGGSP)” (গ্রামসভাকে ব্যবহার করে গ্রামীণ জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়)	শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি।
৩.	“গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিম্লনা পুরস্কার (GPDP)” উৎকর্ষতম গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়)	শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি।
৪.	শিশু বান্ধব বা চাইল্ড ফ্রেন্ডলী গ্রাম পঞ্চায়েত পুরস্কার (CFGPA)” (শিশুদের সার্বিক বিকাশের বিষয়ে বিশেষ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার দেওয়া হয়)	শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি।
মনোনয়নের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি স্তরের অনলাইনে আলাদা আলাদাভাবে আবেদন করতে হবে ৩০শে নভেম্বর ২০২১ইং তারিখের মধ্যে।		
<b>আপনি, আপনার গ্রাম সভায় অংশগ্রহণ করে ‘এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা’ গঠনে এগিয়ে আসুন</b>		
<b>ICA/D-1332/21</b>		<b>পঞ্চায়েত দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার</b>



## কাঁপলো ত্রিপুরাও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর ।। ভয়াবহ ভূমিকম্পে কঁপেপউঠলো ত্রিপুরা। রাজ্যের বেশিরভাগ অঞ্চলে গুরুবাব ভোর ৫টা ১৫ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্পে রাজ্যর বহু বাড়িতে ফাটল ধরেছে। পশ্চিম জেলা এবং খোয়াই জেলায় অনুভূতি অনেক বেশি ছিল। ত্রিপুরার কাছাকাছি বাংলাদেশ, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড-সহ আসামেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। মদু কম্পানে কঁপে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের বহু শহরও। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ভারত-মায়ানমার সীমান্ত। রিকটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৬ দশমিক ১। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মিজোরামের খেনজল থেকে ৭৩ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে এবং ১২ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল।ভোরে মোট ১৬ বার ভূমিকম্পে কঁপে উঠে ভারত-মায়ানমার সীমান্ত।এর আগে নভেম্বরের ২০ তারিখ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল গুয়াহাটিতে।

## আটক এক স্কুটি চোর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর ।। স্কুটি চুরির অভিযোগে হাতেনাতে আটক এক যুবক। পুলিশ অভিযুক্ত সূর্যোদয় ঘোষ (২৬)-কে গ্রেফতার করেছে। তার বাড়ি ধলেশ্বরের ১০ নং রোড এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, ধলেশ্বরই একটি স্কুটি চুরির ঘটনা হয়। এলাকাবাসীরা সূর্যোদয়ের বাড়ি থেকেই চুরি যাওয়া স্কুটিটি উদ্ধার করে। তাকে আটক করে থানায় খবর দেয়। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। এদিকে, ধৃত সূর্যোদয়ের দাবি সে স্কুটি চুরি করেনি। তার বাড়িতে কটিকভাবে স্কুটি এসেছে কিছুই জানে না।

### আজ রাতের ওষুধের দোকান ইস্টার্ন মেডিকেল হল ৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

## আজকের দিনটি কেমন যাবে

**মেষ** : প্যারিবারিক ব্যাপারে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিয়ের যোগ আছে।

**বৃষ** : প্যারিবারিক ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে ব্যবসায় লাভবান হতে পারেন। **মিথুন** : সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শুভ ফল পাওয়া যাবে। অকারণে দৃষ্টিচ্যুত এবং অহেতুক কিছু সমস্যা দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।

**কর্কট** : কর্মসূত্রে দিনটিতে জ্ঞানীশুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে। প্যারিবারিক ব্যাপারে কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিয়ের লক্ষণ আছে, তবে ব্যবসায় লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি মেহেতু মনোকষ্টের যোগ আছে। **সিংহ** : প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক উন্নতির যোগ আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। **কন্যা** : দিনটিতে চাকরিজীবীর অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে অধিক উৎকণ্ঠা ও দৃষ্টিচ্যুত থাকবেন। ব্যবসায় লাভবান হবার যোগ আছে।

**তুলা** : সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর ।। বিজেপি এবং সিপিএম-কে এক মঞ্চে রেখে এবার পাল্টা আক্রমণ শানিত করলো তৃণমূল। দলের অন্যতম নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিজেপি তৃণমূলকে ভয় পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল বিজেপিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, বিপুল সংখ্যক মানুষের সমর্থন নিয়ে ‘উচিত শিক্ষা’ দিতে পেরেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, গোটা দেশে বিজেপির বিরুদ্ধে একাত্ত্র তৃণমূল কংগ্রেসই ‘যোগ্য জবাব’ দিতে পারছে, আগামীদিনেও দিতে পারবে। তাই তৃণমূল আতঙ্কে আছে বিজেপি নেতৃত্ব। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পুর সংস্থার নির্বাচনে সিপিএমকে দ্বিতীয়স্থানে রাখতে বিজেপির নেতৃত্ব হোলটাইম খেটেছে। কারণ বিজেপির বি টিম সিপিএম-কংগ্রেস। কিন্তু এই রাজ্যে কংগ্রেস দুর্বল হয়ে গেছে। সিপিএম-কে মাইলেজ দিতে এবারের পুর সংস্থার নির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি রোলার চালিয়েছে। কারণ, বিজেপির আতঙ্কের নাম তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলকে রম্বতে পুর সংস্থার নির্বাচনে ছাপ্পা ভোট দিয়েছে বিজেপি। এমনকী স্টং রমের নজরদারিতেও বিজেপি লোকজন রেখেছে বলে দাবি করেছে তৃণমূল। হিসাব কষেই সিপিএম গণনা কেন্দ্রে না যাওয়ার ঘোষণা করেছে। বিজেপিও জানে তাদেরকে উৎখাত করতে একাত্ত্র শক্তির নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার দল তৃণমূল

## অধিবেশন

**প্রেস রিলিজ, খুমলুঙ, ২৬ নভেম্বর ।।** ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জগলীশ দেববর্মী আগামী ১৭, ২০ এবং ২১ ডিসেম্বর ২০২১ ই তিন দিনের অধিবেশন আহ্বান করেছেন। আগামী ১৭ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় খুমলুঙস্থিত পরিষদীয় ভবনে এই অধিবেশন শুরু হবে।



কংগ্রেস। সিপিএম যা পারেনি তা করতে পেরেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমই বিজেপিকে জায়গা করে দিয়েছে। এই দাবি করে তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মানুষের বিপুল সমর্থন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয়বারের মতো সরকার গড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বিজেপিকে ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করেছে সেই রাজ্যের সিপিএম। আর ত্রিপুরায় বিজেপি সিপিএম-কে দ্বিতীয় স্থানে রাখতে এবারের পুর সংস্থার ভোটে ভূমিকা পালন করেছে। এই অভিমত ব্যক্ত করে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, এবারের পুর সংস্থার নির্বাচনে প্রণাণ হয়ে গেছে ত্রিপুরার পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। তবে ভোটের গণনার দিন নিয়ম মেয়েই তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্টিং এজেন্ট রাখবে। কারণ

# সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার কর্মসূচি

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর ।।** পুরভোতকে কেন্দ্র করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। আগরতলায় কিষাণ মোর্চার কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর। তিনি বলেন, ভোট লুট করে মানুষের ভোটারিকারের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এদিকে, সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার রাজ্য আহ্বায়ক পবিত্র কর এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বলেছেন, শহিদ কৃষকদের রক্তে রাজ্যনো স্বাধীন ভারতের বৃহত্তম কৃষক আন্দোলন গুরুবার ২৬ নভেম্বর এক বছর অভিন্নতা করলো। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার রাজ্যে এই ঐতিহাসিক দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করলো। মূল আয়োজন ছিল রাজধানীতে। আগরতলার প্যারাদাইস চৌমুহনিতে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি। এই আয়োজনে শহিদ কৃষক নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির



সভাপতি অঘোর দেববর্মী, সহ-সভাপতি মতিলাল সরকার, সহ-সম্পাদক রতন দাস, সংযুক্ত কিসান মোর্চা ত্রিপুরার আহ্বায়ক পবিত্র কর, সিআইটিইউ’র ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক শম্বর প্রসাদ দত্ত, ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি ভানু লাল সাহা, সম্পাদক শ্যামল দে, গণমুক্তি পরিষদের পক্ষে প্রণব দেববর্মা, এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা সারা ভারত কৃষক সভা (অজয় ভবন)’র রাজ্য সম্পাদক রাস মহালী ঘোষ, সারা ভারত কৃষক মহাসভার রাজ্য সম্পাদক মানিক পাল, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সম্পাদিকা বার্না দাস বৈদ্য ও কৃষক নেতা জয় গোবিন্দ দেবরায়-সহ অন্যান্যরা। পরে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা ত্রিপুরার আহ্বায়ক পবিত্র কর আরও বলেন, নানা আক্রমণের মধ্যে শিড়ডি়া সোজা করে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে নতজানু হতে বাধ্য করেছে ভারতের ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন। তিনি এদিন

বলেন, এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনেক ঘটনাই ঘটেছে। লখিমপুর খেরিতে নিহত চার কৃষক নেতা ও সাংবাদিকের অস্থি বিসর্জনে মিছিল শুরু হয় এদিনের কর্মসূচি থেকে। এই মিছিলটি দশমী ঘাটে পৌঁছে যায়। সেখানেই সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা ত্রিপুরার নেতৃত্ব হাওড়া নদীতে শহিদের অস্থি সমেত কলসি ভাসিয়ে দেন। এই অস্থি কলসি গত ১২ নভেম্বর লখিমপুর খেরি থেকে আগরতলায় পৌঁছয়। প্রসঙ্গত, আজ থেকে এক বছর আগে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছে বলে অনেকে দাবি করে। এদিন পবিত্র কর বলেন, ভারত খালিভানি, আন্দোলনজীবী, বড়লোক কৃষক, বিদেশি টাকায় চলা কৃষকদের জেট অংশের আন্দোলন ইত্যাদি বিশেষণ। বল প্রয়োগ করে আন্দোলনকে ভাঙার চেষ্টা করে বার্থ হবার পর কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক আন্দোলনকে সরাসরি আক্রমণের মুখে কোণঠাসা করার চেষ্টা করে। আন্দোলনস্থলে বন্ধ করে দেওয়া হয় বিদ্যুৎ, জলা এই আক্রমণের মুখে কৃষক আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়েছে বলে দাবি করেন পবিত্র কর। তবে পবিত্র কররা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, সংসদে এই আইন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আইন পাশ করা ও বিদ্যুৎবিশি প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার এই আন্দোলন জারি থাকবে বলে। তিনি এও বলেন, গায়ের জোরে আইন পাশ, এরপর আন্দোলন শুরু থেকে প্রধানমন্ত্রীর নতিস্বীকার পর্যন্ত এক নতুন ইতিহাসের পাতা রচিত হয়েছে। ২০২০ সালের জেুন

তিনটি কৃষি বিলের প্রস্তাব আনার সময় থেকেই বিভিন্ন কৃষক সংগঠন প্রতিবাদে শামিল হতে শুরু করে। ১৭ সেন্টেম্বর এই বিল গায়ের জোরে সংসদে আইনে রূপান্তরিত হয়। ২৫ নভেম্বর দিল্লি অভিযানের ডাক দিয়েছিল বিভিন্ন কৃষক সংগঠন।২৬ নভেম্বরে হরিয়ানার আন্দালায় কৃষকদের মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ব্যাপক কৃষক আন্দোলন। ১২ জানুয়ারি ২০২১ সূপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ জারি হয়। গতি বাড়ে আন্দোলনের। ২৬ জানুয়ারি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ট্রাক্টর মিছিল ও পুলিশের লাঠিচার্জকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় দেশ জুড়ে। ৪ ফেব্রুয়ারি কৃষকদের সমর্থনে কথা বলার আন্দোলনমতে। তিনটি কাউন্টিং হলের নির্মাণ কাজ ইতিপূর্বে শুরু হয়ে গেছে। সকাল ৮টা থেকে গণনা শুরু হবে। আগামী ২৮ নভেম্বর ১৪টি পুর সংস্থার নির্বাচনের ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হবে। আগরতলা পুরনিগমের ১৫টি আসনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।এবার গণনাকে কেন্দ্র করে অবশ্যই রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষও রায়ের অপেক্ষায় আছে। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে সদর মহকুমা শাসক তথা আগরতলা পুরনিগমের নির্বাহনের রিটানিং অফিসার অসীম সাহা জানিয়েছেন, গণনাকে কেন্দ্র করে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা গণনার সময় নিরাপত্তার দায়িত্বে। রাজ্যের পুলিশ, টিএসআর তো আছেই। ২৮ নভেম্বর সকাল ৮টায় তিনটি হলে ভোট গণনা শুরু হবে। ১০টি

বলেন, সাধারণ মানুষের ভোট লুট করে এবারের নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে নির্বাচনের নামে মকারি হয়েছে। দেড়শেরও উপর হামলা হুজুতি সংঘটিত হয়েছে। প্রার্থীদের উপর আক্রমণ হয়েছে গুরুবারও। বিষয়গুলো তুলে ধরে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এখনও হামলা হুজুতি চলছে। তৃণমূল চাইছে সূপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করুক। নির্বাচন করিশন ফের স্বচ্ছ নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করুক। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় দুঢ় কণ্ঠে বলেন, এই রাজ্য থেকে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করেই তৃণমূল ময়দান ছাড়বে, তার আগে নয়। পুর ভোটের দিন দু’জন প্রার্থী মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন। আরও বেশ কয়েকজন গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। আগরতলা পুরনিগমের ৫১নং প্রার্থী-সহ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হওয়া নেতা কর্মীদের কলকাতায় নিয়ে উন্নত চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে শাসকদল বিজেপিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ময়দানমুখী। যেখানে তৃণমূল নেতা, প্রার্থী, কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছে সেখানেও পাল্টা সুর ভুলেছে শাসকদল বিজেপি। তবে এবারের পুর সংস্থার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষও তাদের ক্ষোভের কথা প্রকাশ্যে জানিয়েছেন। এদিকে মানুষও সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরছে তাদের অভিজ্ঞতার কথা। প্রসঙ্গত, এদিন ক্যাম্প অফিসে তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

# ড্রাই ডে

**প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর ।।** আগামী ২৮ নভেম্বর, ২০২১ আগরতলা পুর নিগম ও জিয়ার্মা নগর পঞ্চায়তের ১টি ওয়ার্ডের নির্বাচনের ভোট গণনা করা হবে। ভোট গণনা উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং শান্তি ও সুস্থিত রক্ষায় ২৮ নভেম্বর, ২০২১ ভোট গণনার দিন ‘ড্রাই ডে’ ঘোষণা করা হয়েছে। এদিন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সমস্ত বিলিতি মদের দোকান, দেশী মদের দোকান ও বার বন্ধ থাকবে।

# গণনার দিনে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর ।।** আগরতলা পুরনিগমের ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হবে উ-মাকস্ত্র একাডেমিতে। তিনটি কাউন্টিং হলের নির্মাণ কাজ ইতিপূর্বে শুরু হয়ে গেছে। সকাল ৮টা থেকে গণনা শুরু হবে। আগামী ২৮ নভেম্বর ১৪টি পুর সংস্থার নির্বাচনের ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হবে। আগরতলা পুরনিগমের ১৫টি আসনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।এবার গণনাকে কেন্দ্র করে অবশ্যই রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষও রায়ের অপেক্ষায় আছে। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে সদর মহকুমা শাসক তথা আগরতলা পুরনিগমের নির্বাহনের রিটানিং অফিসার অসীম সাহা জানিয়েছেন, গণনাকে কেন্দ্র করে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা গণনার সময় নিরাপত্তার দায়িত্বে। রাজ্যের পুলিশ, টিএসআর তো আছেই। ২৮ নভেম্বর সকাল ৮টায় তিনটি হলে ভোট গণনা শুরু হবে। ১০টি

# ১৫ ডিসেম্বর থেকে ফের শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক উড়ান, জানাল কেন্দ্র

**নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ।।** করোনা আবহে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার পর ১৫ ডিসেম্বর থেকে ফের শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক উড়ান। তবে ১৪টি দেশের সঙ্গে ভারতের নিয়মিত বিমান যোগাযোগ আপাতত শুরু হচ্ছে না। এই দেশগুলি হল ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ফিনল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, বাংলাদেশ, বতসোয়ানা, চিন, মরিশাস, নিউজিল্যান্ড, জিম্বাবোয়ে ও সিঙ্গাপুর। কেন্দ্রীয় সরকার সূত্র খবর, সারা বিশ্বে বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি, বিশেষ করে নতুন ভ্যারিয়েন্টের খোঁজ পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই ফের আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৪টি দেশের সঙ্গে নিয়মিত বিমান যোগাযোগ চালু না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও, যে দেশগুলির সঙ্গে ভারতের এয়ার বাবল ব্যবস্থা চালু আছে, সেই ব্যবস্থা চালু থাকবে। গতকালই করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়ান্টের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। আশঙ্কা বাড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা, বতসোয়ানা ও হংকংয়ে মিলেছে করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়ান্ট। ভাইরোলজির পরিভাষায় যার নাম বি-১.১৫.২৯। ৩০ বারেরও বেশি স্পাইক প্রোটিন বদলে করোনা ভাইরাসের এই নতুন ভ্যারিয়ান্ট তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তিনটি দেশে আক্রান্তের সংখ্যাবৃদ্ধির খবর পাওয়ার পরেই গুরুবার বিশেষ বৈঠকে বসছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। যদিও করোনা ভাইরাসের এই নতুন প্রজাতি কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা নিয়ে এখনই উদ্বেগের কারণ নেই বলে জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টেকনিক্যাল প্রধান মারিয়া ভান্ন কেরখোভ।

# এআইডিএসও’র স্মারকলিপি

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর ।।** অবিলম্বে নবম ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পূর্ব ঘোষিত সার্কুলার অনুযায়ী ৪০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণ, প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখা ইত্যাদি দাবিতে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার আওতাধীন এআইডিএসও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। সংগঠনের তরফে রাজ্য সম্পাদক রামপ্রসাদ আচার্য বলেন, নবম এবং একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা দফতর এবং মাধ্যমিক পর্ষদ কতৃক অপরিস্ফুট একের পর এক যে ধরনের সার্কুলার জারি করছে তাতে মহাবিপাকে পড়েছে পড়ুয়ারা। তার প্রতিবাদ জানিয়ে গুরুবার অল ইন্ডিয়া ডিএসও ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক শিক্ষা অধিকর্তার উদ্দেশ্যে তিন স্মারকলিপি প্রদান করে। তিনি বলেনছেন, শিক্ষার মত একটা স্পর্শকাতর বিষয়ে গত ২২নভেম্বর সময় চেয়ে শিক্ষা দফতরে চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও দফতর থেকে দেখা করার সময় দেওয়া হয়নি। তাই সংগঠনের পক্ষ থেকে বিলম্ব না করে

শিক্ষা অধিকর্তার দফতরে স্মারকলিপি জমা করা হয়। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় এই বছর শুরুতেই মাধ্যমিক পর্ষদ সিবিএসই প্যাটার্ন অনুযায়ী মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সাথে সম্মতি রেখে নবম এবং একাদশ শ্রেণির টার্ম-১ পরীক্ষা দাবিতে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার আওতাধীন এআইডিএসও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। সংগঠনের তরফে রাজ্য সম্পাদক রামপ্রসাদ আচার্য বলেন, নবম এবং একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা দফতর এবং মাধ্যমিক পর্ষদ কতৃক অপরিস্ফুট একের পর এক যে ধরনের সার্কুলার জারি করছে তাতে মহাবিপাকে পড়েছে পড়ুয়ারা। তার প্রতিবাদ জানিয়ে গুরুবার অল ইন্ডিয়া ডিএসও ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক শিক্ষা অধিকর্তার উদ্দেশ্যে তিন স্মারকলিপি প্রদান করে। তিনি বলেনছেন, শিক্ষার মত একটা স্পর্শকাতর বিষয়ে গত ২২নভেম্বর সময় চেয়ে শিক্ষা দফতরে চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও দফতর থেকে দেখা করার সময় দেওয়া হয়নি। তাই সংগঠনের পক্ষ থেকে বিলম্ব না করে



করে টেলিভি রয়েছে। ১ থেকে ১৭নং ওয়ার্ডের জন্য একটি হল এবং ১৮ থেকে ৩৪নং ওয়ার্ডের জন্য আরও একটি হল এবং ৩৫ থেকে ৫১নং ওয়ার্ডের জন্য অপর একটি কাউন্টিং হল রয়েছে। সর্বমোট ৩টি কাউন্টিং হলে ভোট গণনা এক সাথে শুরু হবে। ইভিএম’র সাথে ব্যালট পেপারের ভোট ও গণনা হবে। থাকবে ভিডিওগ্রাফীর ব্যবস্থাও। ইতিপূর্বে কাউন্টিং সুপার ভাইজার এবং কাউন্টিং অ্যাসিস্ট্যান্টকেও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সমস্ত রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে রিটানিং অফিসার জানিয়েছেন। তবে আগরতলা পুরনিগমের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর তরফে বিস্তার অভিযোগ তুলেছে। বামোদ্যের তরফে আগরতলা পুরনিগম-সহ ৫টি পুর সংস্থার নির্বাচন বাতিল করে পুনরায় ভোট গ্রহণের দাবি করেছে। আগরতলা পুরনিগম-সহ এই ৫টি পুর সংস্থার নির্বাচনের ভোট গণনায় যাবে না বাম প্রতিনিধিরা। তবে অন্যান্য রাজনৈতিক দল যারা ভোটের লড়াইয়ে রয়েছে তাদের কাউন্টিং এজেন্ট, প্রার্থী-সহ প্রতিনিধিরা যথারীতি উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। পুলিশের তরফেও সকলের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। আগরতলা পুরনিগম-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় বিরোধী প্রার্থীদের উপর হামলা সংঘটিত হয়েছে। এসব ঘটনার পর পুরনিগম নির্বাচনের ফলাফল কিংবা অন্যান্য ফলাফল পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন সচেতনমহলও। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসনের। অবশ্যই রাজ্য নির্বাচন কমিশনেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে সচেতন মহল মনে করছে।

### ক্রমিক সংখ্যা — ৩৬২

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩X৩ র্লকে একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

9	8	2	6	5	1	7	3	4
4	6	3	8	2	7	1	5	9
1	5	7	4	3	9	8	2	6
3	1	4	5	9	8	2	6	7
8	2	6	7	1	4	5	9	3
7	9	5	2	6	3	4	1	8
5	4	9	1	8	6	3	7	2
2	3	8	9	7	5	6	4	1
6	7	1	3	4	2	9	8	5

7		6		2	
3	9		8	2	5
			3	5	7
			7	4	8
			8	3	5
8			9		6
5			8		9
	1		5	3	7
	8	9	7		3



## বিএসএফ এর ৫৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা/বিলোনিয়া, ২৬ নভেম্বর।। আগামী ১ ডিসেম্বর ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই দিনটিকে সামনে রেখে নানান কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিএসএফ জওয়ানরা। শুক্রবার দুপুরে বিএসএফের ১৩৯ নং ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগে সাইকেল র্যালি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সাইকেল র্যালি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ক’রেন বিএসএফ জওয়ান, কদমতলা-কুঁতি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-সহ এলাকার যুবকরা। এই সাইকেল র্যালি প্রতিযোগিতা কদমতলা মুক্তমঞ্চের সামনে থেকে শুরু হয়ে লালছড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সমাপ্ত হয়। এই সাইকেল র্যালি প্রতিযোগিতা শেষে লালছড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্রী-সহ বিএসএফের জওয়ানরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে শিল্পীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের ১৩৯ নং ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট এস এস ম্তি, ডেপুটি কমান্ডেন্ট নরেন্দ্র রানা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্তা জাদীর, কদমতলা ব্লক আধিকারিক কমল দেববর্মী, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুভাষ দেব, ইয়াকুবনগর বিএসএফের ১৩৯ নং ব্যাটেলিয়ানের কোম্পানি কমান্ডেন্ট প্রমদ কুমার-সহ অন্যান্যরা। অন্যদিকে, বিলোনিয়াতেও বিএসএফ ২০০ নং ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগে সাংস্কৃতিককর্মসূচি আয়োজন করা হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে শ্রীমন্তবতী বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে বাইসাইকেল র্যালি করা হয়। এরপর হয় বাইসাইকেল র্যালি। অনুষ্ঠানে অংশ নেয় বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক এবং বিএসএফ আধিকারিকরা।

## দু’দিন ধরে উত্তপ্ত কদমতলা

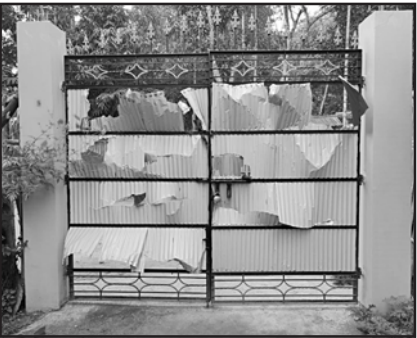
প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ নভেম্বর।। গত দু’দিন ধরে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে কদমতলা থানাধীন ভারত-বাংলা সীমান্ত লাগোয়া প্রত্যেকরায় পঞ্চায়েতের ইচাইপাড় ও পার্শ্ববর্তী ইয়াকুবনগর গ্রামে। গত মঙ্গলবার রাতে বাংলাদেশে মহিষ পাচারের সময় বিএসএফ’র ধাওয়া থেকে পালানোর সময় গ্রামবাসীদের হাতে গণধোলাইয়ে মৃত্যু হয় অহিদুল ইসলামের। অপর যুবক নামির উদ্দিন এখনও মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় লোকজন অহিদুল ইসলামের মৃতদেহ নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে। পরবর্তী সময় পুলিশের তরফ থেকে ঘটনার সূচ্যু তদন্তের আশ্বাস দেওয়ার পর অনুরোধ প্রত্যাহার হয়। এদিকে শুক্রবার কদমতলা থানার নতুনবাজার থেকে ব্রেজেন্দ্রনগর যাওয়ার রাস্তায় এক অজ্ঞাত পরিচয় বাইক চালক একজন ম্যাজিক



চালককে মারধর করে। ওই চালকের নাম শ্যামল মালাকার। টিআর০৫-২২৭৯ নম্বরের গাড়ি নিয়ে ধর্মনগর থেকে ব্রেজেন্দ্রনগর যাওয়ার সময় ইয়াকুবনগর ফরেস্ট গেট সংলগ্ন এলাকায় একজন বাইক চালক তাকে আটকায়। গাড়ি থেকে যাত্রীদের নামিয়ে চালককে মারধর করা হয়। তবে ওই বাইক আরোহীর পরিচয় জানা যায়নি। আক্রান্ত চালকের কথা অনুযায়ী বাইকে কোনো নম্বর ছিল না। সেই ঘটনার প্রতিবাদে বিএমএস অন্তর্ভুক্ত চালকরা

প্রতিবাদে নতুনবাজার এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে। খবর পেয়ে কদমতলা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্তা জাদীরও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারা অভিযুক্ত বাইক চালককে গ্রেফতারের আশ্বাস দেওয়ার পর অবরোধ প্রত্যাহার হয়। আক্রান্ত চালকের তরফ থেকে কদমতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গণধোলাইয়ে যুবকের মৃত্যুর কারণেই এই ঘটনা বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

## বাম যুব নেতার বাড়িতে হামলা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৬ নভেম্বর।। ভোট চলাকালীন সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হামলা-হুজুতির ঘটনা বন্ধ ছিল না। ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এই ধরনের ঘটনা অব্যাহত। ২৫ নভেম্বর সন্ধ্যারাত্রে মেলাঘরের বাম যুব নেতা পীযুষ দেবনাথের বাড়িতে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতি। মেলাঘর পুর পরিষদের ১৩নং ওয়ার্ড পালপাড়ায় এই ঘটনার জেরে এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। পীযুষ দেবনাথ ডিওয়াইএফআই

কেন্দ্রের সামনে থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এদিন সন্ধ্যা ৭টার পর ২০ থেকে ২৫ জন দুষ্কৃতি তার বাড়ি ঘিরে ফেলে। পীযুষ দেবনাথ বিষয়টি টের পেয়ে মেলাঘর থানার পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসার আগেই পীযুষ দেবনাথের পরিবারের সদস্যদের আর্ড চিৎকারে প্রতিবেশীরা রুখে দাঁড়ান। তারপরই দুষ্কৃতিরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ওই রাতে আরও দুটি বাড়িতে দুষ্কৃতিরা হামলা চালায়।

## অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হচ্ছে উধাও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ নভেম্বর।। গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট থেকে বিনা কারণে টাকা কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠে আসলো গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বগাফা দ্রাঘ থেকে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের গ্রাহক বৃন্দ্রাম রিয়াং এবং দৈনেশ্বরী রিয়াং’র অ্যাকাউন্ট থেকে বিগত অনেক মাস যাবৎ টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বৃন্দ্রাম রিয়াং পিটিজি দফতরে কর্মরত আছেন। অপরদিকে দৈনেশ্বরী রিয়াং বগাফা আশ্রম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের হোস্টেলে রান্নার কাজে নিযুক্ত। এই দু’জনের বেতনের অ্যাকাউন্ট আছে বগাফা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক শাখায়। দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ টাকা কাটার পর তারা জানতে পারেন, তাদের লোনের গ্যারান্টির করা হয়েছে। অপরের নামে লোন নেওয়া হয়েছে, তাদেরকে তারা চেনেন না। লোনের গ্যারান্টির হিসেবে তাদের

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## খবরের জেরে সমস্যার সমাধান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম,২৬ নভেম্বর।। প্রতিবাদী কলম পত্রিকার খবরের জেরে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে এগিয়ে আসলো ডিডরিউএস দফতর। উল্লেখ্য জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত জগাইবাড়ি সিনিয়র বেসিক স্কুলটি বহুদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছিল। ওই বিদ্যালয়ের জলের মেশিনটি বিকল হয়ে যাওয়াই পানীয় জল থেকে বঞ্চিত ছিল। এ বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ ভীষণ চিন্তিত ছিল পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে। পানীয় জলের জন্য বেশ কয়েকদিন বন্ধ ছিল মিড-ডেমিলের রান্না। এ বিষয়ে স্কুলের প্রধানশিক্ষক টাকারজলা ডিডরিউএস দফতরকে চলতি মাসে দু’দুবার চিঠি দিয়েছেন এবং সশরীরে গিয়ে স্কুলের পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করেন। কিন্তু এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের কোন হেলদোনা ছিল না। পরবর্তী সময়ে এলাকাবাসীদের সাহায্যার্থে বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## প্রতারণার অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৬ নভেম্বর।। পাওয়ার গ্রিডের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করেছেন বেশ কয়েকজন রাবার চাষি। তাদের কথা অনুযায়ী পাওয়ার গ্রিড কর্তৃ পক্ষের কারণে বেশ কয়েকটি গরিব পরিবার হতাশায় ভুগছে। সূর্যমনিগর পাওয়ার গ্রিড সার্বশেষ্টেশন থেকে রুখিয়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের নামে কাঞ্চনমালা এলাকার মাধবটিলায় রাবার বাগান ধ্বংস করা হয়েছিল। কথা ছিল রাবার গাছ বাবদ ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর আগেই মানুষের রাবার বাগান কেটে বিদ্যুতের টাওয়ার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হলেও এখনও পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত রাবার চাষিরা এক টাকাও পাননি বলে অভিযোগ। স্থানীয়া অভিযোগ করেন টাওয়ার স্থাপন করে পাওয়ার গ্রিড কর্তৃপক্ষ সেখান থেকে চলে যান। এখনও পর্যন্ত তারা আর ক্ষতিগ্রস্ত রাবার চাষিদের সাথে কোনরকম যোগাযোগ করার প্রয়োজনটুকুও মনে করেননি। গরিব পরিবারগুলোর আয়ের একমাত্র উৎস ছিল রাবার বাগান। কিন্তু তাদের ক্ষতিপূরণ না দিয়েই



উপর ভরসা করে তার সংসার চলত। আশা ছিল পাওয়ার গ্রিড কর্তৃ পক্ষ গাছগুলির বিনিময়ে সঠিক মূল্য প্রদান করবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পাওয়ার গ্রিড কর্তৃ পক্ষ স্থানীয়দের সাথে দেখা পর্যন্ত করেননি। টাকা দেওয়া তো অনেক দূরের কথা। আদৌ তারা ক্ষতিপূরণ পাবেন কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

## বাম কর্মীর বাড়িতে হামলা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৬ নভেম্বর।। বাম কর্মীর বাড়িতে দুষ্কৃতিদের হামলায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন পরিবারের সদস্যরা। তবে আর্থিকভাবে অনেক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পরিবারটির। ২৫ নভেম্বর রাত ১১টা নাগাদ মেলাঘর পুর পরিষদের ৫নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত পদ্মপো গ্রামে ইন্দ্রজিৎ সাহার বাড়িতে দুষ্কৃতিরা হামলে পড়ে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে তারা ওই বাড়িতে প্রচণ্ডভাবে ভাঙুর চালায়। বাড়ির লুটপাট করা হয়। মানুষের পাশাপাশি বাড়িতে থাকা পশুদেরও নিস্তার দেয়নি দুষ্কৃতিরা। বাড়ির মালিক ইন্দ্রজিৎ সাহার অভিযোগ, তাকে এবং পরিবারের সদস্যদের প্রাণে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য ছিল দুষ্কৃতিদের। ইন্দ্রজিৎ সাহা আরও জানান, তার অপরাধ একটাই তিনি বামফ্রন্টকে সমর্থন

করেন। এবারের পুর নির্বাচনে বামফ্রন্টের হয়ে কাজ করেছিলেন। এ নিয়ে চারবার তার বাড়িতে হামলা হয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর তার বাড়িতে বশিষ্ট ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছিল। পরে লোকসভা নির্বাচনের সময় তার বড় ভাইকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয়েছিল। নির্বাচনের দু’দিন আগে তাদের বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এমনকী তার মাকেও বিশিষ্ট ভাষায় গালিগালাজ করেছিল দুষ্কৃতিরা। আর পুর ভোটের দিন রাতে বাড়িঘরে ভাঙুর করা হয়। গৃহপালিত পশু এবং হাঁস-মুরগিগুলিকে মেরে ফেলে দুষ্কৃতিরা। এই জাতীয় ঘটনায় এলাকায় চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। জানা গেছে, হামলার সময় ইন্দ্রজিৎ ও তার পরিবারের সদস্যরা পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে অন্যত্র চলে যান। সেই কারণেই নাকি তারা প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন।



## ছেলের হাতে আক্রান্ত মা-বাবা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৬ নভেম্বর।। ছেলের হাতে আক্রান্ত হলেন মা-বাবা। শুক্রবার রাত ৭টা নাগাদ মধুপুর থানার অন্তর্গত নগরপাড়ায় এই ঘটনা। অভিযোগ, প্রশান্ত ভাভারী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার বাবা সুবোধ ভাভারী এবং মা মিলন ভাভারীর উপর চড়াও হয়। অভিযুক্ত ছেলে আবার কমলাসাগরের বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরীর গাড়ি চালক। আক্রান্ত মা-বাবা অভিযোগ করেছেন, তাদের ছেলে প্রায়শই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে এসে তামাসা চালায়। এদিন তাদেরকেও আক্রমণ করে অভিযুক্ত ছেলে। বাবা-মা দু’জনই এতে আহত হন। এদিকে আক্রান্ত পিতা অভিযোগ করেন, ঘটনার ব্যাপারে মধুপুর থানায় খবর দিলেও তারা ঘটনাস্থলে আসতে অনীহা প্রকাশ করেছে। শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত মা-বাবা সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ



হন। তারা চাইছেন অভিযুক্ত ছেলের কঠোর শাস্তি হোক। সুবোধ ভাভারী জানান,দীর্ঘদিন ধরে তার ছেলে বিধায়কের গাড়ি চালাচ্ছে। অভিযুক্ত ছেলে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রথমে তার বাবাকে চেয়ার ছুঁড়ে মারো। ঘটনাটি দেখে অভিযুক্তের মা তার স্বামীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। চেয়ারের আঘাতে আহত হন অভিযুক্তের মা। পরবর্তী সময় বাবার হাতে কামড়

বসিয়ে দেয় অভিযুক্ত প্রশান্ত ভাভারী। পরবর্তী সময় এলাকাবাসী এগিয়ে এসে অভিযুক্তকে বাণে আনেন। তাকে গাছের সাথে বেঁধে রেখে দেয়। অভিযুক্ত ছেলের বাবা যেখানে পুলিশের সহায়তা চেয়েছিলেন সেই জায়গায় মধুপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে না আসায় স্থানীয়াও ক্ষোভ জানিয়েছেন।

## সাংবাদিক আক্রান্তের প্রতিবাদে নাগরিক মঞ্চ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৬ নভেম্বর।। রাজ্যে প্রতিনিয়ত সাংবাদিক আক্রান্ত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাতে বিশালগড়ের সাংবাদিক মামান হক আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সোনামুড়া নাগরিক অধিকার মঞ্চ। শুক্রবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সংগঠনের সভাপতি জলিলুর রহমান, জহিরুল হক, জসীম উদ্দিন-সহ অন্যান্যরা বিগত দিনের ঘটনাবলী নিয়েও নিন্দা জানিয়েছেন। তারা বলেন, প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সবার হাতে ঘুম বিশ্বের খবর যারা পৌঁছে দেন তারা এ রাজ্যে বার বার আক্রান্ত হচ্ছেন। কোথাও সাংবাদিককে মারধর করা হচ্ছে, কোথাও আবার

সংবাদমাধ্যমের অফিসে হামলা করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিবাদী কলম পত্রিকা অফিসের হামলার ঘটনাটিও তারা উল্লেখ করেন। সম্প্রতি শান্তিরবাজারের সাংবাদিক সুরজিৎ ত্রিপুরার উপর হামলার ঘটনারও নিন্দা করেছেন তারা। নাগরিক অধিকার মঞ্চ মনে করছে এই ধরনের ঘটনা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। রাজ্যের সকল সচেতন নাগরিককে এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার ডাক দিয়েছেন তারা। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংগঠন দাবি জানিয়েছে, বিগত দিনের ঘটনাবলীর সাথে যারা জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

## মসজিদ ভাঙলে আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ নভেম্বর।। উদয়পুর ছনবন ব্রিজ কর্পার টাউন জামে মসজিদ না ভেঙে বিকল্প উপায়ে রাস্তা সম্প্রসারণের দাবি আরও জোরালো হল। শুক্রবার মসজিদে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট ভাষায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উল্যাময়ে হিন্দের রাজ্য সভাপতি মুর্ফতি তৈয়্যুবুর রহমান। বৈঠকে শেখ মুর্ফতি তৈয়্যুবুর রহমান জানান, ছনবন ব্রিজ কর্পার টাউন জামে মসজিদ না ভাঙার জন্য রাজ্য সরকারকে বার বার অনুরোধ জানানো হয়েছে। তবে তার পরও যদি প্রশাসন মসজিদ ভেঙে

ফেলে তাহলে তারা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন। এদিনের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মসজিদটি ১২৫ বছর পুরোনো। তাদের মতে, মসজিদ না ভেঙেও শহরের রাস্তা সম্প্রসারণ করা যায়। কিন্তু রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত তাদের পুরোনো সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসেনি। অনেক দিন আগে থেকেই সেই মসজিদের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে কয়েক দফায় ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছিল। মুর্ফতি তৈয়্যুবুর রহমান জানান, এদিনের বৈঠকে উপস্থিত সকলই ১২৫

বছর পুরোনো মসজিদ ভেঙে ফেলার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তারা চাইছেন রাজ্য সরকার যেন বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করে রাস্তা সম্প্রসারণ করুক। তাদের মতে, মসজিদ না ভেঙেও রাস্তা সম্প্রসারণ করার ব্যপ্তি সুযোগ আছে। তারা রাজ্য সরকারকে আরও একটি কথা বলেছেন, সেটি হল যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় তাহলে মসজিদের ইমামের কক্ষ ভেঙে মসজিদের আদালত আরও একটি কক্ষ নির্মাণ করে দেওয়া হোক। এখন রাজ্য সরকার কোন পথে হাঁটে সেদিকে তাকিয়ে সবাই।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIE-T No. 68/EE/DWS/DMN/2021-22					
The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the ‘Governor of Tripura’ <b>percentage rate e-tender</b> from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADCMES/CPWD/Railway/Other State PWD up to <b>3.00 P.M. on 14/12/2021</b> for the following work:-					
SL No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETI ON	CLASS OF BIDDER
1.	<b>DNIE-T No: 199/EE/DWS/DMN/2021-22.</b>	<b>Rs. 55,92,360.00</b>	<b>Rs. 55,924.00</b>	<b>120 days</b>	Appropriate Class
2.	<b>DNIE-T No: 200/EE/DWS/DMN/2021-22.</b>	<b>Rs. 55,92,360.00</b>	<b>Rs. 55,924.00</b>	<b>120 days</b>	Appropriate Class
3.	<b>DNIE-T No: 201/EE/DWS/DMN/2021-22.</b>	<b>Rs. 55,92,360.00</b>	<b>Rs. 55,924.00</b>	<b>120 days</b>	Appropriate Class
4.	<b>DNIE-T No: 202/EE/DWS/DMN/2021-22.</b>	<b>Rs. 55,92,360.00</b>	<b>Rs. 55,924.00</b>	<b>120 days</b>	Appropriate Class
5.	<b>DNIE-T No: 203/EE/DWS/DMN/2021-22.</b>	<b>Rs. 55,92,360.00</b>	<b>Rs. 55,924.00</b>	<b>120 days</b>	Appropriate Class
6.	<b>DNIE-T No: 204/EE/DWS/DMN/2021-22.</b>	<b>Rs. 9,55,207.00</b>	<b>Rs. 9,552.00</b>	<b>120 days</b>	Appropriate Class
7.	<b>DNIE-T No: 205/EE/DWS/DMN/2021-22.</b>	<b>Rs. 9,55,207.00</b>	<b>Rs. 9,552.00</b>	<b>120 days</b>	Appropriate Class
8.	<b>DNIE-T No: 206/EE/DWS/DMN/2021-22.</b>	<b>Rs. 9,55,207.00</b>	<b>Rs. 9,552.00</b>	<b>120 days</b>	Appropriate Class
9.	<b>DNIE-T No: 207/EE/DWS/DMN/2021-22.</b>	<b>Rs. 9,55,207.00</b>	<b>Rs. 9,552.00</b>	<b>120 days</b>	Appropriate Class
<b>Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 14-12-2021 up to 15.00 Hrs</b>					
<b>Date and Time for Opening of BID : 14-12-2021 at 16.00 Hrs</b>					
Document Downloading and Bidding at Application <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a>					
Bid Fee : <b>Rs. 2,500.00 for Sl. No. 1,2,3,4 &amp; 5 Bid Fee of 1,000.00 for 6,7,8 &amp; 9 (non refundable).</b> All details are available in the <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a> <b>Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*</b>					
ICA-C-2712-21					

## কমলপুর প্রেস ক্লাবের নিন্দা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৬ নভেম্বর।। বিশালগড় রাউৎখলা এলাকায় প্রতিবাদী কলম এবং পিবি ২৪’র সাংবাদিক মামান হকের উপর দুষ্কৃতি হামলার নিন্দা জানিয়েছে কমলপুর প্রেস ক্লাব। শুক্রবার এই ঘটনার পরিস্রপ্তিতে কমলপুর প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকরা রাজ্য প্রশাসনের উদ্দেশ্যে সূচ্যু তদন্তের দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যে একের পর এক সাংবাদিকদের উপর ক্রমাগত আক্রমণের ঘটনায় সাংবাদিকদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে বলেও তারা মনে করছেন।

NOTICE INVITING TENDER			
Visit <a href="https://districts.ecourts.gov.in/india/tripura/Sepahijala/Tender">https://districts.ecourts.gov.in/india/tripura/Sepahijala/Tender</a> for details on second call of sealed separate tenders / quotations for the following :			
Sl. No.	Tender Particulars	Notification No. & Date	Last Date of Submission
1.	Annual maintenance Contract (AMC) of Computer & its peripherals procured under Phase II of eCourts at Court Complex of Addl. District & Sessions Judge, Sepahijala Judicial District, Bishalgarh for a period of 1 year.	No.F.19(4)-DJ/SP/J/Estt./ 2021/5420-22 Dated 23rd November, 2021	
2.	Annual maintenance Contract (AMC) of Computer & its peripherals procured under Phase II of eCourts at Court Complex of District & Sessions Judge, Sepahijala Judicial District, Sonamura for a period of 1 year.	No.F.19(4)-DJ/SP/J/Estt./ 2021/5423-25 Dated 24th November, 2021	15th December, 2021, 3:00PM
3.	Annual maintenance Contract (AMC) of Optical Fiber Connection laid between Sonamura SDM Official and the Court Complex of the District & Sessions Judge, Sepahijala Judicial District, Sonamura.	No.F.19(4)-DJ/SP/J/Estt./ 2021/5417-19 Dated 24th November, 2021	
4.	Annual maintenance Contract (AMC) of Optical Fiber Connection laid between Bishalgarh SDM Office and the Court Complex of the Addl. District and Sessions Judge, Sepahijala Judicial District, Bishalgarh.	No.F.19(4)-DJ/SP/J/Estt./ 2021/5414-16 Dated 24th November, 2021	
The quotations should reach the office of the undersigned positively by 15:00 hours of 15th December, 2021. All details available at <a href="https://districts.ecourts.gov.in/india/tripura/Sepahijala/tender">https://districts.ecourts.gov.in/india/tripura/Sepahijala/tender</a> .			
ICA-C-2718-21			



## এক নজরে চাকরির খবর

<div><div><span></span></div><div><div><span> </span><b>* পদের নাম<span> </span>: ফুড সেকটি অফিসার (ত্রিপুরা),</b><span> </span><span> </span>শূন্যপদ<span> </span>: ৮টি,</div></div></div>	
শিক্ষাগত যোগ্যতা <span> </span> : নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স <span> </span> : ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ পুনরায় ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত	
বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ০-০-০-০-০-০-০	ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ০-০-০-০-০-০-০
<div><div><span></span></div><div><div><span> </span><b>* পদের নাম<span> </span>: স্টোর কীপার, অফিসার (এইমস),</b><span> </span><span> </span>শূন্যপদ<span> </span>: ২৯৬টি,</div></div></div>	<div><div><span></span></div><div><div><span> </span><b>* পদের নাম<span> </span>: এপ্রেন্টিস (কোলফিল্ড),</b><span> </span><span> </span>শূন্যপদ<span> </span>: ৫৩৯টি,</div></div></div>
শিক্ষাগত যোগ্যতা <span> </span> : মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিএসসি পাশ, বয়স <span> </span> : ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর,	শিক্ষাগত যোগ্যতা <span> </span> : মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স <span> </span> : ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ০-০-০-০-০-০-০
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ০-০-০-০-০-০-০	<div><div><span></span></div><div><div><span> </span><b>* পদের নাম<span> </span>: ম্যানেজার (নালকো),</b><span> </span><span> </span>শূন্যপদ<span> </span>: ৮৬টি,</div></div></div>
<div><div><span></span></div><div><div><span> </span><b>* পদের নাম<span> </span>: থু-প-সি, সিভিলিয়ান (এয়ার ফোর্স),</b><span> </span><span> </span>শূন্যপদ<span> </span>: ৮৩টি,</div></div></div>	শিক্ষাগত যোগ্যতা <span> </span> : ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স <span> </span> : ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ০-০-০-০-০-০-০
শিক্ষাগত যোগ্যতা <span> </span> : মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়স <span> </span> : ১৮ - ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ০-০-০-০-০-০-০	<div><div><span></span></div><div><div><span> </span><b>* পদের নাম<span> </span>: ওয়ার্ক পার্সন (অয়েল ইন্ডিয়া),</b><span> </span><span> </span>শূন্যপদ<span> </span>: ১৪৬টি,</div></div></div>
শিক্ষাগত যোগ্যতা <span> </span> : ডিপ্লোমা পাশ, বয়স <span> </span> : ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)	শিক্ষাগত যোগ্যতা <span> </span> : ডিপ্লোমা পাশ, বয়স <span> </span> : ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)
<div><div><span></span></div><div><div><span> </span><b>* পদের নাম<span> </span>: এপ্রেন্টিস (এয়ারপোর্ট),</b><span> </span><span> </span>শূন্যপদ<span> </span>: ৬৩টি,</div></div></div>	অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ০-০-০-০-০-০-০
শিক্ষাগত যোগ্যতা <span> </span> : ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স <span> </span> : ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর,	<div><div><span></span></div><div><div><span> </span><b>* পদের নাম<span> </span>: ম্যানেজার (ব্যাঙ্ক),</b><span> </span><span> </span>শূন্যপদ<span> </span>: ৩৭৬টি,</div></div></div>
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ০-০-০-০-০-০-০	শিক্ষাগত যোগ্যতা <span> </span> : যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, বয়স <span> </span> : ২৩-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে) অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ০-০-০-০-০০০-০-০-০
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ০-০-০-০-০-০-০	<div><div><span></span></div><div><div><span> </span><b>* পদের নাম<span> </span>: এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),</b><span> </span><span> </span>শূন্যপদ<span> </span>: ১০০টি,</div></div></div>
শিক্ষাগত যোগ্যতা <span> </span> : মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স <span> </span> : ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর,	শিক্ষাগত যোগ্যতা <span> </span> : মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স <span> </span> : ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ০-০-০-০-০-০-০	বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ০-০-০-০-০-০-০
<div><div><span></span></div><div><div><span> </span><b>* পদের নাম<span> </span>: এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),</b><span> </span><span> </span>শূন্যপদ<span> </span>: ১৬৪৪টি,</div></div></div>	<div><div><span></span></div><div><div><span> </span><b>* পদের নাম<span> </span>: এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট (পোস্টাল),</b><span> </span><span> </span>শূন্যপদ<span> </span>: ৫০০টি (সম্ভাব্য),</div></div></div>
শিক্ষাগত যোগ্যতা <span> </span> : উচ্চমাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে, বয়স <span> </span> : ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩ ডিসেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ০-০-০-০-০-০-০	অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ ডিসেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ০-০-০-০-০-০-০
<div><div><span></span></div><div><div><span> </span><b>* পদের নাম<span> </span>: এপ্রেন্টিস (ইন্ডিয়ান অয়েল),</b><span> </span><span> </span>শূন্যপদ<span> </span>: ৫২৭টি,</div></div></div>	<div><div><span></span></div><div><div><span> </span><b>* পদের নাম<span> </span>: এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট (পোস্টাল),</b><span> </span><span> </span>শূন্যপদ<span> </span>: ৫০০টি (সম্ভাব্য),</div></div></div>
শিক্ষাগত যোগ্যতা <span> </span> : মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, আইটিআই পাশ, বয়স <span> </span> : ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত	শিক্ষাগত যোগ্যতা <span> </span> : ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স <span> </span> : ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ০-০-০-০-০০০-০-০-০

## কোলফিল্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির লক্ষ্যে ৫ শতাধিক এপ্রেন্টিস

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** কোলফিল্ডে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৫৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স : ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।
বিস্তারিত খবর হলো —
কোলফিল্ডে বিশেষ করে সেন্ট্রাল কোলফিল্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। সেন্ট্রাল কোলফিল্ডে এখন ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ৫৩৯ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। সেন্ট্রাল কোলফিল্ডে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২০-১১-২০২১-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের ঊর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, ‘এপ্রেন্টিস’ ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর – সিসিএল, এপ্রেন্টিস টিআরজি/ ২১-২২/ ৫৫১, তারিখ ২০ নভেম্বর, ২০২১। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যা বা শূন্যপদের বিভাজন এই রকম — ক্রমিক নং - ১ : ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে মোট শূন্যপদ ১৯০টি। ক্রমিক নং - ২ : ফিটার ট্রেডে মোট শূন্যপদ ১৫০টি। ক্রমিক নং - ৩ : মেকানিক রিপেয়ার এন্ড মেন্টেনেন্স অফ ভেহিকল ট্রেডে মোট শূন্যপদ ৫০টি। ক্রমিক নং - ৪ : ফোপা ট্রেডে মোট শূন্যপদ ২০টি। ক্রমিক নং - ৫ : মেশিনিস্ট ট্রেডে মোট শূন্যপদ ১০টি। ক্রমিক নং -৬ : ওর্টার্গার ট্রেডে মোট শূন্যপদ ১০টি। ক্রমিক নং - ৭ : ইলেকট্রনিয়্য মেকানিক্স ট্রেডে মোট শূন্যপদ ১০টি। ক্রমিক নং - ৮ : গ্লাসার ট্রেডে মোট শূন্যপদ ৭টি। ক্রমিক নং - ৯ : ফেব্রোফার ট্রেডে মোট শূন্যপদ ৩টি। ক্রমিক নং - ১০ : ফ্লোরিস্ট এন্ড ল্যান্ড স্ক্যাপার ট্রেডে মোট শূন্যপদ ৫টি। ক্রমিক নং - ১১ : বুক বাইন্ডার ট্রেডে মোট শূন্যপদ ২টি। ক্রমিক নং - ১২ : কার্পেন্টার ট্রেডে মোট শূন্যপদ ২টি। ক্রমিক নং - ১৩ : ডেন্টাল ল্যাব টেকনেশিয়ান ট্রেডে মোট শূন্যপদ ২টি। ক্রমিক নং - ১৪ : ফুড প্রডাকশন ট্রেডে মোট শূন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং - ১৫ : ফার্নিচার এন্ড কেবিনেট মেকার ট্রেডে মোট

## ইন্ডিয়ান অয়েলে চাকরির লক্ষ্যে

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** আই.ও.সি.এল বা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডে ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড বা আই.ও.সি.এল-এ এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ : ৫২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ অথবা যে-কোনও এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স : ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ/ লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —
মহারত্ব, মিনিরত্ব ইত্যাদি কর্পোরেট সেক্টরগুলোতে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড বা আই.ও.সি.এল-এ

শূন্যপদ ২টি। ক্রমিক নং - ১৬ : গার্ডেনার (মালি)ট্রেডে মোট শূন্যপদ ১০টি। ক্রমিক নং - ১৭ : হটকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডে মোট শূন্যপদ ৫টি। ক্রমিক নং - ১৮ : ওল্ড এজ কেয়ার টেকার ট্রেডে মোট শূন্যপদ ২টি। ক্রমিক নং - ১৯ : পেইন্টার (জেনারেল) ট্রেডে মোট শূন্যপদ ২টি। ক্রমিক নং - ২০ : রিসেপশনিস্ট/ ফ্রন্ট অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডে মোট শূন্যপদ ২টি। ক্রমিক নং - ২১ : স্টিউয়ার্ড ট্রেডে মোট শূন্যপদ ৬টি। ক্রমিক নং - ২২ : টেলার ট্রেডে মোট শূন্যপদ ২টি। ক্রমিক নং - ২৩ : আপহোলস্টারার ট্রেডে মোট শূন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং - ২৪ : সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডে মোট শূন্যপদ ৫টি। ক্রমিক নং - ২৫ : সর্দার (কেলিয়ারি) ট্রেডে মোট শূন্যপদ ১০টি। ক্রমিক নং - ২৬ : একাউন্ট্যান্ট/ একাউন্টস এক্সিকিউটিভ ট্রেডে মোট শূন্যপদ ৩০টি। প্রতিটি ট্রেডের ক্ষেত্রেই এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল ও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য নির্দিষ্ট কোটা রয়েছে। আবেদনের সময় অবশ্যই দেখে আবেদন করতে হবে। প্রশিক্ষণ কাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১ বছর রাখা হয়েছে। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। উচ্চতর বা অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং আবেদন পত্র পেয়ে যাবেন কোলফিল্ডের ওয়েবসাইটে ‘এপ্রেন্টিস’ ট্যাব-এ। দ ব খা ত’ করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ই ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ৫ ডিসেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রজিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, সাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## ৫২৭ জন শিক্ষানবীশ নিয়োগ

বিশেষ করে ইস্টার্ন রিজিওনে প্রায় সব কয়টি রাজ্যে টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল ট্রেডে এপ্রেন্টিস হিসেবে ৫২৭ জনকে বাছাইয়ের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। আইওসিএল-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-১০-২০২১-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। সরকারি নিয়মানুসারে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি তাঁদের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন রাজ্য ও ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন ‘আই.ও.সি.এল-এর ওয়েব সাইটে, ‘এপ্রেন্টিস’ ট্যাব লিঙ্কে। উত্তর-পূর্বাঞ্চ লের রাজ্যগুলোর জন্য নির্দিষ্ট আসন রয়েছে, সংরক্ষিত হিসেবে। এভাবেই রাজ্যওয়ারি বিস্তারিত বিভাজন ও নিম্ন্যাস দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও এক টি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন আইওসিএল-এর ওয়েবসাইটে ‘এপ্রেন্টিস’ ট্যাব-এ। দ ব খা ত’ করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে।

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** \* টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে **ফুড সেকটি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স : ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। \* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। \* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্ত সাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ গৃহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর**, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। \* এইমসে **স্টোর কীপার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ২৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিএসসি পাশ, বয়স : ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। \* এয়ার ফোর্সে **থু-প-সি, সিভিলিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৮৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স : ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ডিসেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। \* ইন্ডিয়ান অয়েলে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৫২৭টি, ডিসেম্বর, লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। \* এয়ারপোর্টে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৬৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স : ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। \* কোলফিল্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৫৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স : ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। \* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নালকো-তে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৮৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স : ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ডিসেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। \* রান্সিয়ভ ব্যাকে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৩৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, বয়স : ২৩-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

# পরীক্ষা ছাড়াই বেলে নিয়োগ

## অনলাইনে ১৬৬৪ জন এপ্রেন্টিস

করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে ‘এপ্রেন্টিস’ ট্যাব-এ। রেলওয়ের জেন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যান্ডিডের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর নেইওয়েব সাইটে নিয়োগের এটি একটি দারুন সুযোগ। মেরিটের ভিত্তিতে প্রথমে বাছাই করে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই নিয়োগ দেওয়া হয়। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-১২-২০২১-এর হিসেবে ১৫

থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তরুশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বাছসের ঊর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জন্মতারিখ হতে হবে ০১-১২-১৯৯৭ থেকে ৩১-১১-২০০৬ এর মধ্যে। বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ওবিসি-দের ক্ষেত্রে ৩ বছর, এসসি ও এসটি-দের ক্ষেত্রে ৫ বছর, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষমদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ বছর এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ১০ বছরের ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের সাইটে, ‘এপ্রেন্টিস’ ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ২৪৬টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১০০টি, ওবিসি’র জন্য ৮০টি, এসসি’র জন্য ২৭টি, এমটি’র জন্য ১৮টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৫টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ৮টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৪টি আসন সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে ফিটার ট্রেডে মোট আসন ২৪৬টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১০০টি, ওবিসি’র জন্য ৬৬টি, এসসি’র জন্য ১৮টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৫টি আসন সংরক্ষিত। প্রতিটি ডিভিশনেই ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার, কার্পেন্টার ইত্যাদি ১৪টি ট্রেডে নিয়োগ করা হচ্ছে। অন্যান্য ডিভিশন বা ওয়ার্কশপের ও ডে ক্যাটেগরি অনুযায়ী আসন সংখ্যার আরও বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে।



# ব্যাঙ্গালুরুতে দূরন্ত জয় ত্রিপুরার

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বরঃ অবশেষে জয়ের মুখ দেখলো অনুর্ধ্ব ২৫ দল। প্রথম তিনটি ম্যাচে মোটামুটি লড়াই করেলও পরান্ত হতে হয়। তবে শুক্রবার ব্যাটিং-বোলিং উভয় বিভাগে এক নতুন ত্রিপুরাকে দেখা গেলো। ব্যাঙ্গালুরুর জাস্ট ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত অনুর্ধ্ব ২৫ জাতীয় একদিনের ক্রিকেটে ঝাড়খণ্ডকে ১৫২ রানে পরাস্ত করলো ত্রিপুরা। চণ্ডীগড়, গুজরাট এবং মুম্বাইয়ের কাছে লড়াই করে পরাস্ত হতে হয়েছিল। ব্যাটসম্যানরা প্রতিটি ম্যাচেই একটা ধারাবাহিক পারফরম্যান্স বয়য় রাখতে সক্ষম হলেও বোলাররা সেভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি। এদিন ব্যাটসম্যানদের পাশাপাশি বোলাররাও একইভাবে জ্বলে উঠলো। ফলে শক্তিশালী ঝাড়খণ্ডকে হারিয়ে অধীন ঘটাতে সক্ষম হলো ত্রিপুরা। অনুর্ধ্ব ২৫ ক্রিকেট দলকে নিয়ে ক্রিকেট মহলে বেশ প্রত্যাশা ছিল। বিশেষ করে দলের ব্যাটিং লাইনআপ অত্যন্ত মজবুত। ফলে প্রত্যাশা ছিলি। মুম্বাইয়ের মতো দলের বিরুদ্ধে ২৬৬ রান করেছে। যা এককথায় দলের ব্যাটিং শক্তির পরিচয়। ওপেনিং জুটি সেই অর্থে

বড় ইনিংস গড়তে পারেনি। কিন্তু মিডল এবং লোয়ার মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানরা। প্রতিটি ম্যাচেই অসাধারণ ধারাবাহিকতার পরিচয় দিচ্ছে।এদিনও ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে স্বমহিমায় উজ্জ্বল ছিল ব্যাটসম্যানরা। প্রথম তিন ম্যাচে ব্যর্থতার পর এদিন জ্বলে উঠলো বোলাররাও। ফলে ঝাড়খণ্ডকে বিধ্বস্ত করে আসরে প্রথম জয় তুলে নিলো ত্রিপুরা। জাস্ট ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে টসে জিতে ঝাড়খণ্ড প্রথমে ত্রিপুরাকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। বিক্রম কুমার দাস এবং অর্কপ্রভ সিনহা দলের হয়ে ওপেন করতে নামে। সিনিয়র দলের হয়ে কয়েকটি ভালো ইনিংস খেললেও অনুর্ধ্ব ২৫ আসরে সেভাবে মেলে ধরতে পারছে না বিক্রম।এদিনও মাত্র ১৮ রানে বিদায় নেয়। একই অবস্থা অর্কপ্রভ সিনহা-রও। শুরুরটা ভালো করলেও বড় রান করতে ব্যর্থ। মাত্র ২৯ রান করে ফিরে যায়।৪১ রানে প্রথম উইকেটের পতন ঘটে।৭০ রানে দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটে। এরপর পল্লব দাস (১) এবং শুভম সূত্রধর (৪) দ্রুত ফিরে গিয়ে ত্রিপুরাকে বিপর্যয়ে ফেলে দেয়। স্কোরবোর্ডে ৮৪ রান উঠার ফাঁকেই চলে যায় ৪টি উইকেট। এরপর

ইনিংসের হাল ধরে দুই ইনফর্ম ব্যাটসম্যান শ্রীদাম পাল এবং শুভম ঘোষ। প্রথম তিনটি ম্যাচেই এই দুই ব্যাটসম্যান দুরন্ত ব্যাটিং করেছে। এদিনও তার ব্যতিক্রম হলো না। দারুণ ছন্দে থাকা ঝাড়খণ্ডের বোলারদের সাবলীলভাবে মোকাবেলা করে দলের ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যায় এই দুই জন। ১১৬ রানের একটি দুর্দান্ত জুটি উপহার দেয় শুভম এবং শ্রীদাম। আগের ম্যাচে অনবদ্য শতরান করা শুভম এদিনও ৫৩ রানের একটি ভালো ইনিংস উপহার দিলো। অন্যদিকে, শ্রীদামও ক্যারিয়ারের সেরা ইনিংস খেললো। ৯২ বলে ৮৬ রানের একটি ঝকঝকে ইনিংস উপহার দিলো শ্রীদাম। এই দুই ব্যাটসম্যান ফিরে যাবার পর স্যামশাকিল গণ (৩১) দলকে অজ্বিনে দেয়। এরপর যথার্থিতি স্লগ ওভারে দলের রানকে ২৮৪-তে পৌঁছে দেয় বিক্রম দেবনাথ। আগের ম্যাচে সফল না হলেও এদিন ফের নিজের উপযোগিতা বুঝিয়ে দিলো বিক্রম। মাত্র ২৯ বলে ৩২ রানে অপরাজিত থাকে। বেল ওভারে ৮ উইকেটে ২৮৪ রান করে ত্রিপুরা। পঙ্কজ যাদব এবং সুশান্ত মিশ্র ঝাড়খণ্ডের হয়ে তুলে নেয় ৩টি করে উইকেট। এরপর

ব্যাট করতে নামে ঝাড়খণ্ড। বিশাল এবং আর্থমান সেনের ওপেনিং জুটি শুরুরটা ভালোই করে। কিন্তু এই দুই ব্যাটসম্যান ফিরে যাবার পর সেভাবে আর রুখে দাঁড়াতে পারেনি দলের ব্যাটসম্যানরা। ত্রিপুরার বোলাররাও হঠাৎ করে ছন্দ ফিরে পায়। পাশাপাশি প্রায় ৩০০-র কাছাকাছি রান তাড়া করতে হবে। পুরো চাপটা এসে পড়ে ঝাড়খণ্ডের ব্যাটসম্যানদের উপর। আর্থমান ৩২ এবং বিশাল ২২ রানে ফিরে যাবার পর ওয়ানডাউনে নামা শ্রেষ্ঠ সাগর এবং কুমার সুরজ কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। যদিও জয়ের গন্ধ পেয়ে যাওয়া ত্রিপুরার বোলারদের সামনে বেশি সময় টিকে থাকতে পারেনি। ত্রিপুরার দুই প্রারম্ভিক বোলার শুরুর দিকে ঝাড় খণ্ডের ব্যাটসম্যানদের সেভাবে চালিয়ে খেলার সুযোগও দেয়নি। ফলে শ্রেষ্ঠ এবং সুরজ ফিরে যাবার পর আর্থমান দলকে ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ত্রিপুরার বোলাররাও সুযোগের কাফদা তুলে। মাত্র ১৫২ রানে গুটিয়ে যায় ঝাড়খণ্ড। ১৭ রানে ৪টি উইকেট তুলে নেয় শুভম ঘোষ। এছাড়া অমিত দাস ৩টি এবং বিক্রম দাস ২টি উইকেট নেয়।

## ডার্বির আগে লাল-হলুদের রক্ষণকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন কৃষ্ণ-ভূগো জুটি



কলকাতা, ২৬ নভেম্বর।। এই বছর আইএসএলের শুরু থেকেই রয় কৃষ্ণ এবং হুগো বৌমাস জুটি অসাধারণ ছন্দে পড়তে রয়েছে। দুই প্লেয়ারই এটিকে মোহনবাগানের অগ্নিজেন হয়ে উঠেছে। রয় তো বরাবরই সবজ-স্নেকনের বড় ভরসা। এ বার তাঁর সঙ্গে যোগ হয়েছে হুগো বৌমাস। এই দুই জুটি কিন্তু লাল-হলুদের রক্ষণে কাঁপুনি ধরাতে মুখিয়ে রয়েছে। রয় কৃষ্ণ গত বছরও ডার্বিতে গোল পেয়েছিলেন। এই বছরও তিনি গোল করে দলকে জেতাতে মুখিয়ে রয়েছেন। ফিজির তারকা স্ট্রাইকার বলেও দিয়েছেন, ‘আমার এখন একটা লক্ষ্য। আর সেটা হল দলকে ডার্বি জেতানো। তা আমি গোল নিজে করি বা গোল করতে অন্যদের সাহায্য করি,

সেটা বড় বিষয় নয়। জয়টাই আসল। তবে এই ম্যাচে আমি অবশ্যই গোল করে দলকে জেতাতে চাইব। প্রতিটি ম্যাচে নিজের গোল সংখ্যা বাড়াতে চাই আমি।’ বৌমাস আবার বলছেন, ‘ডার্বির আগবেগর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চাই। প্রথম বার ভারতীয় ফুটবলের সেরা ডার্বি খেলব। সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গী হয়ে চাই। এখানকার বড় ম্যাচের ইতিহাস নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছি। এই ডার্বির গুরুত্ব অনেক। এই ডার্বি জ্বরে আমিও অক্লান্ত। দুর্ভাগ্যবশত কোভিড পরিস্থিতির জন্য বড় ম্যাচে সমর্থকদের মাঠে পাব না, তবে মাঠে এ ধরনের ম্যাচ আমাদের উজ্জীবিত করবে। আমরা প্রত্যেকেই বড় ম্যাচের জন্য প্রস্তুত।’কেরল রাস্টার্সের বিরুদ্ধে হুগো বৌমাস আর রয় কৃষ্ণ জুটি ভালো ফুটবল খেলে দলকে তড়িয়ে দিয়েছিল। ডার্বিতে আরও ভালো ফুটবল সমর্থকদের উপহার দিতে চান রয়। তিনি বলেওছেন, ‘হুগো হল প্লেমেকার। প্রচুর সুযোগ তৈরি করে ও। আগের ম্যাচে জোড়া গোলও করেছে। ওর সঙ্গে খেলা উপভোগ করছি। আশা করছি ভবিষ্যতে আমাদের যুগলবন্দি আরও জমে যাবে।’ এই বছর এটিকে মোহনবাগানের আক্রমণভাগ কিন্তু মারাত্মক শক্তিশালী। রয় কৃষ্ণ তো রয়েছেনই। সঙ্গে রয়েছেন হুগো বৌমাস, লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিং-ও। যে কারণে ডার্বির আগে এসসি ইস্টবেঙ্গলকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রয় কৃষ্ণ বলে দিয়েছেন, ‘আমার মনে হয় আমাদের আটকানো যে কোনও দলের রক্ষণভাগের কাছেই চ্যালেঞ্জ। এ বার আর শুধু একজনকে মার্ক করলে চলবে না। তবে আমার লক্ষ্য প্রত্যেক ম্যাচে গোল করে দলকে জেতানো।’

## ছিটকে যাবে কোনও একটি দল

কাতার, ২৬ নভেম্বর।। বিশ্ব ফুটবল ভক্তদের মাথায় যেন হঠাৎ করেই বাজ ভেঙে পড়েছে। আর পড়বে নাই বা কেন। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের আগেই যে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য অত্যন্ত খারাপ একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। পর্তুগাল এবং ইতালির মধ্যে যে কোনও একটি দল কাতার বিশ্বকাপেই অংশ নিতে পারবে না। তার কারণ বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য ইউরোপিয়ান প্লে

অফের যে সূচি হয়েছে, ইতালি এবং পর্তুগাল পড়েছে একই গ্রুপে। এবং একটি দল বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতেই পারবে না। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ইউরোপিয়ান প্লে অফের ড্র। এই ড্রয়ের পর সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে ফুটবল বিশ্বঃ ইতালি এবং পর্তুগাল পড়েছে একই গ্রুপে। অর্থাৎ মূল পর্বে ওঠার আগেই বাদ পড়বে যে কোনও একটি দল। যে কারণে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর

বিশ্বকাপে অংশ নেওয়াটা নির্ভর করছে এখন ইতালি বাধা পার হওয়ার উপরই। প্লে-অফের ‘সি’ গ্রুপে রোনাল্ডোর প্রথমে খেলবে তুরস্কের বিরুদ্ধে। ইতালি আবার উত্তর ম্যাসিডোনিয়ার মুখোমুখি হবে। পতুগাল এবং ইতালি নিজেদের ম্যাচ জিতলে একে অপরের মুখোমুখি হবে। সে ক্ষেত্রে যে কোনও একটি দল যাবে কাতার বিশ্বকাপে। আগে থেকেই গুঞ্জন

●এরপর দুইয়ের পাভায়

# একদিনের বিজয় হাজারে ট্রফি

## প্লেট গ্রুপে দুর্বল সহ প্রতিপক্ষ, নকআউট নিশ্চিত ত্রিপুরার

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর ঃ একদিনের বিজয় হাজারে ট্রফিতে ত্রিপুরা এবার খেলবে প্লেট গ্রুপে। টি-২০ মুন্ডাক আলি ক্রিকেটে ত্রিপুরা প্লেট থ্রপে ছিল। মেঘালয়ের কাছে হেরে ত্রিপুরার এলিট গ্রুপে উঠা বন্ধ হয়ে গেলো। অর্থাৎ আগামী বছরও ত্রিপুরা টি-২০ ক্রিকেটে প্লেট থ্রপে খেলবে। এবার একদিনের বিজয় হাজারে ট্রফিতে প্লেট থ্রপে শক্তিশালী দল বলতে কিন্তু ত্রিপুরাই টি-২০ ক্রিকেটে গ্রুপে এক নম্বর দল ছিল বিদর্ভ। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে ত্রিপুরা ছাড়া পুরোনো দল বলতে বিহার। সুতরাং একদিনের বিজয় হাজারে ট্রফিতে এবার ত্রিপুরার সামনে প্লেট গ্রুপের

এক নম্বর দল হিসাবে কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। থ্রপে ত্রিপুরার ম্যাচ অরুণাচল, মণিপুর, সিকিম, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ের সাথে। টি-২০ তথা মুন্ডাক আলি ট্রফিতে ত্রিপুরা যদি গ্রুপ ম্যাচের কাছে হেরে গিয়েছিল। এবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে ত্রিপুরা নিশ্চয় মেঘালয়কে হারিয়ে বদলা দেবে। ত্রিপুরা যদি গ্রুপ লিগে ৫টি ম্যাচ জিততে পারে তাহলে বিজয় হাজারে ট্রফিতে হবে ইতিহাস। প্লেট গ্রুপ থেকে ত্রিপুরা প্রথম নকআউটে যেতে পারে। তবে বিহার যদি ৫টি ম্যাচ জেতে তাহলে অবশ্য রান রোট দেখা হবে। মুন্ডাক আলি ছিল ২০ ওভারের খেলা আর বিজয় হাজারে ট্রফি ৫০ ওভারের। ত্রিপুরার প্লেট

গ্রুপের খেলাগুলি হবে জয়পুরে। যেহেতু ৫০ ওভারের খেলা তাই ত্রিপুরার সামনে কিন্তু বড় চ্যালেঞ্জ হলো ব্যাটিং। ৫০ ওভারের ম্যাচে ২৭০-২৮০ রান কিন্তু কঠিন নয় এখন। তাই ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানদের বড় দায়িত্ব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, টিসিএ-র রাজনীতি আর সিনিয়র নির্বাচকদের কাজ করার বিষয়টি নিয়ে। উদীয়ান দল। টি-২০ ক্রিকেটে বিশাল, সম্রাট-রা ঠিকভাবে সুযোগ পায়নি। একদিনের বিজয় হাজারে ট্রফিতে উদীয়ান বাদ। ২৭ জনের দলে বিশাল, নিরপরাধ-রা আসা। কিন্তু ২০ জনের দলে থাকবে কি না বলা যাবে না। অভিযোগ, টিসিএ-তে যেমন গোষ্ঠীবাজি রয়েছে তেমনই নাকি রাজ্য দল গঠনে লড়াইে চরম

রাজনীতি। তবে এবার যদি বিজয় হাজারে ট্রফির প্তি-কোয়ার্টার ফাইনালে ত্রিপুরা উঠতে না পারে তাহলে এটা হবে টিসিএ-র চরম ব্যর্থতা। অরুণাচল, সিকিম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মেঘালয়কে পেয়েও ত্রিপুরা যদি একদিনের জাতীয় ক্রিকেটে নকআউট পর্বে যেতে না পারে তাহলে এটা বিরাট ব্যর্থতাই। তবে ত্রিপুরা দল নিশ্চয় টি-২০ ক্রিকেটের ব্যর্থতা ভুলে গিয়ে এবার একদিনের ক্রিকেটে অন্য কিছু অর্থাৎ ভালো কিছু উপহার দেবে। প্লেট গ্রুপে যে সমস্ত দল আসছে তাদের হারিয়ে ত্রিপুরার সামনে প্রথমবার বিজয় হাজারে ট্রফির প্তি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার সম্ভাবনা এবার প্রবল। দাবি টিসিএ-র সদস্যদের একাংশের।

## আজ থেকে অনুশীলনে অনুর্ধ্ব ১৯

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বরঃ শুক্রবার লক্ষ্যে এই সময় রাজ্য দল দিল্লিতে। নিভৃতবাস পর্ব শেষ হচ্ছে অনুর্ধ্ব ১৯ দলের। শনিবারই তারা অনুশীলনে নেমে পড়বে। কোচবিহার ট্রফিতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এই সময় রাজ্য দল দিল্লিতে। ছয় দিনের নিভৃতবাস পর্ব শেষ হবে এদিন। এরপর দুই দিন অনুশীলনের সুযোগ পাবে। ২৯ নভেম্বর থেকে চারদিনের ম্যাচের রাজ্য দল মুখোমুখি হবে হায়দরাবাদের। নিভৃতবাস পর্বে টেনারের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত কন্ঠিশনিং হয়েছে। ফলে ক্রিকেটারদের ফিটনেস নিয়ে কোন সমস্যা নেই বলে জানা গেছে। আগামী দুই দিনের অনুশীলনের পর রাজ্য দলের প্রথম একাদশ নিয়ে ভাবনাসি্তা শুরু হবে। কোচ গৌতম সোম (জুনিয়র) আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, ত্রিপুরার পর আর কোন দলকে কোচিং করাবেন না। ফলে শেষ সময়টা স্মরণীয় করে রাখতে চান। তবে বর্তমান রাজ্যের অনুর্ধ্ব ১৯ দলকে নিয়ে কতটা ভালো কিছু করা সম্ভব সেটাই প্রশ্ন।বিশেষ করে দলের ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে সবাই চিন্তিত। অনুর্ধ্ব ২৫ দল যখন রানের ফোয়ারা ছোঁটিচ্ছে তখন অনুর্ধ্ব ১৯ দলকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে তাদের ব্যাটিং লাইনআপ। ব্যাটসম্যানরা যদি মোটামুটি ছন্দে থাকে তবে হয়তো কিছুটা লড়াই করার মতো। জায়গায় পৌঁছাবে রাজ্য দল।

## ২২ বলে হাফ-সেঞ্চুরি করেও দলকে জেতাতে পারলেন না ক্রিস গেইল

আবুধাবি, ২৬ নভেম্বর।। ব্যাট হাতে পরিচিত মেজাজে ঝড় তুললেন ক্রিস গেইল। যদিও দল হারায় ব্যর্থ হল দ্য ইউনিভার্স বসের বোড়া হাফ-সেঞ্চুরি। আবুধাবি টি-১০ লিগে শীর্ষে থাকা টিম আবু ধাবিকে ১০ রানে হারিয়ে দিল বাংলা টাইগার্স। জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে বাংলা টাইগার্স। নির্ধারিত ১০ ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১৩০ রান তোলে তারা। হজরতউল্লাহ জাজাই ৩টি চার ও ৩টি ছক্কার সাহায্যে ২০ বলে ৪১ রান করেন। ৫টি চার ও ৩টি ছক্কার সাহায্যে ১৭ বলে ৪৩ রান করেন উইল জ্যাকস। ফাফা ডু’প্লেসি ১টি

### অনিশ্চিত কোহলিদের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর

কেপটাউন, ২৬ নভেম্বর।। ক্রিকেটের আড়িন্য়ায় ইতিমধ্যেই করোনা মহামারির বিস্তার প্রথাব পড়েছে। যখন ভাইরাসের বাধা টপকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা দিল নতুন বিপত্তি। দক্ষিণ আফ্রিকায় করোনার নতুন প্রজাতির হান্সি মেলায় চূড়ান্ত অনিশ্চয়তায় একাধিক ক্রিকেট সিরিজ। প্রথমত, শুক্রবার থেকেই সেঞ্চুরিয়নে শুরু হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নেদারল্যান্ডস ওয়ান ডে সিরিজ। তবে তিন ম্যাচের সিরিজ শেষ করা যাবে কিনা, তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। প্রাথমিকভাবে সিরিজ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তাই প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেই দেশে ফেরার কথা ছিল নেদারল্যান্ডসের। তবে উড়ান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধের জন্য ও ডিসেম্বরের আগে কোনওভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে নেদারল্যান্ডসের বিমান ধরতে পারবেন না ডাচ ক্রিকেটাররা। তাই দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন থাকতেই হবে, ক্রিকেটারদের কাছ থেকে জানানো চাওয়া হয়েছে তাঁরা সিরিজ শেষ করতে আগ্রহী কিনা। সব মিলিয়ে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তায় তিন ম্যাচের এই ওয়ান ডে সিরিজ। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে যে, আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিরিজ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে শুধু নেদারল্যান্ডস সিরিজ নয়, ধরং পরের মাসেই দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাওয়ার কথা টিম ইন্ডিয়ায়। ডিসেম্বর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ৩টি টেস্ট, ৩টি ওয়ান ডে ও ৪টি টি-২০ খেলার কথা ভারতীয় দলের। করোনার

●এরপর দুইয়ের পাভায়

## লুকোচুরি খেলায় ব্যস্ত কিছু ক্রীড়া সংস্থা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর ঃ রাজ্য জুড়েই চলছে লুকোচুরি খেলা। রাজনৈতিক সীমানা ছাড়িয়ে এবার এই লুকোচুরি খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাও। তাদের প্রতিটি কাজেই গোপনীয়তা। মিডিয়াকে জানতে না দিয়ে একের পর এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলাছে তারা। হয়তো তাদের কোন সিদ্ধান্তই নিয়মমাফিকভাবে নেওয়া হয়নি। এমন আশঙ্কাতে তারা লুকোচুরি খেলার আশ্রয় নিয়েছে। রাজ্য ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক

সংস্থা টিসিএ। পেশাদার ক্রিকেটার নিয়োগ থেকে শুরু করে অসংখ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব সিদ্ধান্ত কিন্তু মিডিয়ার কাছে গোপন রাখা হয়েছে। এবার এই ধরনের লুকোচুরি খেলায় মেতে উঠেছে ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিঙ্গ অ্যাসোসিয়েশন। তাদের কাজকর্ম নিয়ে এমনিডেই জিমন্যাস্টিঙ্গ মহলে বিশাল স্ফোভ। অভিযোগের তির স্বাভাবতই অ্যাসোসিয়েশনের সচিব তথা এক আন্তর্জাতিক কোর্চের দিকে। রাজ্য জিমন্যাস্টিঙ্গ-কে তিনি নাকি পারিবারিক সমাজে পরিণত করার

চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এবার সবাইকে ঘূমে রেখে জন্ম ও কাশীরে জাতীয় জুনিয়র জিমন্যাস্টিঙ্গে অংশগ্রহণ করতে দল পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে কোচ বা ম্যানেজার নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই গোপন রাখা হয়। স্বাভাবতই জিমন্যাস্টিঙ্গ মহলের প্রশ্ন, রাজ্যের সর্ববৃহৎ খেলোকে নিয়েও কেন এই লুকোচুরি ঃ জিমন্যাস্টিঙ্গও কি এবার অন্যান্য গোমেয় মতোই অস্তর্জলি যাত্রার পথে এগিয়ে যাবে ঃ

## ইস্ফল গেলো সন্তোষ ট্রফি দলের কোচ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর ঃ গত ২৩ নভেম্বর রাজ্য দল ইস্ফল রওয়ানা হয়েছিল। যদিও সেদিন দলের সাথে যাননি কোচ এবং ফিজিও। ফলে ইস্ফলে পৌঁছেও অনুশীলন করার সুযোগ হয়নি দলের। অবশেষে শুক্রবার ইস্ফল গেলো দলের কোচ ডিকে প্রধান এবং ফিজিও। বিমানপথে তারা ইস্ফল পৌঁছালো। ফুটবলারদের আদর্শর ছিল, তাদেরকে যাতে টিএফএ-র তরফে ট্র্যাকসুট দেওয়া হয়নি। ফুটবলারদের আদর্শর মেনে টিএফএ-র তরফে প্রতি সদস্যকে ট্র্যাকসুট এবং ট্র্যাকশার্ট দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার কোর্চের সাথে এই ট্র্যাকসুটগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হয়নি। জাতীয় সিনিয়র ফুটবলে কোন রাজ্য দলকে কোচিং করাতে গেলে যে যোগ্যতার মাপকাঠি বেঁধে দিয়েছে এতাইএফএফ (ওল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন) সেই যোগ্যতা রয়েছে ডিকে প্রধান-র। তাই সাই-র ফুটবলকে পরিচালনা করছে পুরোপুরি ব্যর্থ হলেও তাকেই কোচ করতে বাধ্য হয়েছে টিএফএ। এটা বড়ই অবাক করার মতো বিষয় যে, এতাজোর ক্লাব ফুটবলে অনেক কোচদের দেখা যায়। অথচ তারা কেউই সেভাবে প্রশিক্ষিত নয়। একটা সময় সাই-র ফুটবল দুরন্ত গতিতে উঠে এসেছিল। কিন্তু ডিকে প্রধান কোচ হয়ে আসার পর সাই-র ফুটবল একেবারে তলানিতে। অনেকের

বক্তব্য, সাই-র যেসব কোচের পারফরম্যান্স খারাপ তাদেরকেই নাকি ত্রিপুরায় পাঠানো হয়। এটা নাকি এই কোচদের জন্য অলিখিত শাস্তি। অলিখিত শাস্তির খেসারত এখন দিতে হচ্ছে সাই ফুটবলকে। আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে সন্তোষ ট্রফিতে অভিযান শুরু করবে ত্রিপুরা। ম্যানেজার হিসাবে দলের সাথে গিয়েছেন কোশিক রায়। দীর্ঘদিন ধরে কোচিং করছেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, রাজ্য দলকে কোচিং করানোর মতো ডিগ্রি তার নেই। ফলে তার পোস্ট হলো ম্যানেজারের। আর কোচ হিসাবে নাম থাকবে ডিকে প্রধান-র।গ্রুপে মণিপুর, মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ডের সাথে খেলতে হবে ত্রিপুরাকে। অত্যন্ত শক্ত গ্রুপ। গ্রুপ থেকে নকআউট যাওয়ার আশা কেউই দেখছে না। আর মণিপুর বা মিজোরামের মতো দল এককথায় পুরো শক্তি নিয়েই মাঠে নামবে। নেরোকা এফসি এবং আইজেন এফসি-র অনেক ফুটবলারই মিজোরামের হয়ে নামবে। সিঙ্গেটিক টার্ফে অনুশীলনে অভ্যস্ত মণিপুর ও মিজোরামের ফুটবলাররা। খেলাও হবে সিঙ্গেটিক টার্ফেই। যেখানে বলের গতি এবং বাউন্স অনেক বেশি। ইফএফ ফুটবলারদের সব আদর্শরই মেনে নিয়েছে। এখন দেখার বিষয় এটাই যে, ফুটবলাররা টিএফএ-কে কিছু ফিরিয়ে দিতে পারে কি না ঃ

### তিপ্রা ফুটবল লিগের ফাইনালে পশ্চিম জোন, গোমতী জোন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর ঃ এডিসি-র উন্মোচন আয়োজিত তিপ্রা ফুটবল লিগের ফাইনালে উল্লো পশ্চিম জোন এবং গোমতী জোন। শুক্রবার সকালে খুমলুঙ স্টেডিয়ামে আসরের প্রথম সেমিফাইনালে পশ্চিম জোন এবং উত্তর জোন। ম্যাচে পশ্চিম জোন ৫-০ গোলে উত্তর জোনকে হারিয়ে দেয়। ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এডিসি রবীন্দ্র দেববর্মী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান জগদীশ বর্দলী, ভূমিলেখা ও বন্দোবস্ত দফতরের নির্বাহী সদস্য ভবরঞ্জন রিয়াং, এমডিসি গণেশ দেববর্মী। পৌরোহিত্য করেন ক্রীড়া ও যুব কর্মসূচি দফতরের নির্বাহী সদস্য সোহেল দেববর্মী। বিকালে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয় গোমতী জোন ও ধলাই জোন। এই ম্যাচে গোমতী জোন ২-০ গোলে ধলাই জোনকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ও যুব কর্মসূচি দফতরের নির্বাহী সদস্য সোহেল দেববর্মী, এমডিসি উমাশংকর দেববর্মী, গণেশ দেববর্মী, সওদাগর কলই এবং প্রাক্তন মুখ্য নির্বাহী সদস্য বৃধু দেবর্মা।

## ‘বি’ ডিভিশনে অবনমন নেই

# সরোজ সংঘ মাঠে না নামলে মহা সমস্যায় পড়বে টিএফএ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর ঃ ইতিমধ্যেই টিএফএ-র তরফে এবারের ‘বি’ ডিভিশন লিগ ফুটবলের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ক্রীড়া সূচিতে সরোজ সংঘের নাম থাকলেও সরোজ সংঘ এবার ‘বি’ ডিভিশন লিগে খেলবে না বলেই বিশেষ সূত্রে খবর। জানা গেছে, টিএফএ-র বঠৈকে সরোজ সংঘের প্রতিনিধি ‘বি’ ডিভিশন লিগে খেলবে বলে জানালেও ক্লাব নাকি এবার ‘বি’ ডিভিশন লিগে খেলতে রাজি হচ্ছে না। এদিকে, সরোজ সংঘ যাতে মাঠে নামে তার জন্য অবশ্য টিএফএ চেষ্টা করছে। তবে টিএফএ-র বড় সমস্যা হতে পারে যদি শেষ পর্যন্ত সরোজ সংঘ মাঠে না নামে। কারণ হচ্ছে, সম্প্রতি টিএফএ ঘোষণা দিয়েছে এবার ‘সি’ ডিভিশন থেকে দুইটি দল ‘বি’ ডিভিশনে যাবে। ‘বি’ ডিভিশন থেকে একটি দল ‘এ’ ডিভিশনে যাবে।‘এ’ ডিভিশন থেকে একটি দল ‘বি’ ডিভিশন লিগে

নামবে। টিএফএ-র ঘোষণা মতে, এই বছর ‘বি’ ডিভিশন লিগ থেকে কোন দল ‘এ’ ডিভিশন লিগে নামবে না। অর্থাৎ ‘বি’ ডিভিশন লিগে এই বছর কোন দল নামে বা না খেলে তাহলেও কি তাদের অবনমন হবে না? তারা কি টিএফএ-র ঘোষণা অনুযায়ী না খেলেও ‘বি’ ডিভিশনে থেকে যাবে? জানা গেছে, এখন যদি সরোজ সংঘ ‘বি’ ডিভিশন লিগে না খেলে তাহলে টিএফএ-র ঘোষণা মতো। তাদের কিন্তু ‘দি’ ডিভিশনে নামানো যাবে না। তবে এতে করে কিন্তু টিএফএ এখন মহাবিপদে পড়তে পারে। কেননা সরোজ সংঘ যদি মাঠে না নেমেও ‘বি’ ডিভিশন লিগে থেকে যায় তাহলে ‘বি’ ডিভিশন লিগের অন দলগুলি এনিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে।

পরিচক্সনা দুই বছরে যেখানে ১০টি দল গড়া তেমনি ‘বি’ ডিভিশন লিগে এখন ৮টি দল। সেখানে দুই বছরে ১০টি দল করা। আর ‘বি’ ডিভিশনে ১০টি দল করতে গিয়ে টিএফএ এবার নাকি ‘বি’ ডিভিশন লিগে অবনমন রাখছে না। কিন্তু টিএফএ-র এই ঘোষণা এখন বড় মাঠে না নামে বা না খেলে তাহলেও কি তাদের অবনমন হবে না? তাহলেও কি তাদের অবনমন হবে না? তারা কি টিএফএ-র ঘোষণা অনুযায়ী না খেলেও ‘বি’ ডিভিশনে থেকে যাবে? জানা গেছে, এখন যদি সরোজ সংঘ ‘বি’ ডিভিশন লিগে না খেলে তাহলে টিএফএ-র লিগ কমিটিকে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে হবে। জানা গেছে, বর্তমান সময়ে নাকি টিএফএ-র নিয়ম হলো তিন বছর না খেললে ‘সি’ ডিভিশনের দলের অনুমোদন বাতিল হবে। ‘বি’ ডিভিশন লিগে আ পাতেও অবনমন নেই। আর টিএফএ-র এই ঘোষণার পর সরোজ সংঘ যদি শেষ পর্যন্ত মাঠে না নামে তাহলে তাদের কি আদৌ ‘দি’ ডিভিশনে নামানো সম্ভব ঃ

<sup>[1]</sup> স্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রতিদ্যস, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোনঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৮৫৭ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১



📞 9436940366

# BAPPIRAJ FURNITURE

## Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

📍 Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

## আক্রান্ত মান্নান, এওজের তীব্র প্রতিবাদ

বিশালগড়, ২৬ নভেম্বর।। রাজ্যে সাংবাদিকদের বৃহত্তম ঐক্যমঞ্চ আ্যসেবলি অব জার্নালিস্টস-এর এক প্রতিনিধিদল শুক্রবার (২৬ নভেম্বর) সংগঠনের সভাপতি, বরিত্ত সম্পাদক সুবল কুমার দে-এর নেতৃত্বে বিশালগড় থানায় ডেপুটেশন দিয়ে অবিলম্বে সাংবাদিক মান্নান হকের উপর আক্রমণকারী দৃষ্টিভঙ্গির প্রাণীকরণের দাবি জানান। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সংগঠনের অন্যতম সহ-সভাপতি সমীর ধর, অন্যতম কর্মকর্তা জয়ন্ত দেবনাথ, অনল রায় চৌধুরী, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য এবং অভিষেক দে। প্রসঙ্গত, গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে দৃষ্টিভঙ্গীরদের অতর্কিত আক্রমণে বিশালগড়ে গুরুতর আহত হন “প্রতিবাদী কলম” পত্রিকার বিশালগড় প্রতিনিধি মান্নান হক। তিনি এখন জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইছেন। খবর পাওয়ামাত্র গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাতেই এওজের সাধারণ সম্পাদক শানিত দেব রায় এবং সংগঠনের অন্যতম সম্পাদক তথা প্রতিবাদী কলম-এর সম্পাদক অনল রায়



চৌধুরী জিবি হাসপাতালে গিয়ে তাঁর চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন। আততায়ীরা যে সাংবাদিক মান্নান-কে হত্যা করে চেয়েছিল এ বিষয়ে বিশালগড়ের সত্যিকার সাংবাদিকদেরও কোনও সন্দেহ নেই। শুক্রবার এওজের প্রতিনিধিদল প্রথমেই বিশালগড় প্রেস ক্লাবে গিয়ে ক্লাবের সদস্যবৃন্দ সমেত স্থানীয় সব অংশের সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন এবং পুরো ঘটনা অবহিত হন। বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সম্পাদক তাজুল ইসলাম ও

অন্য কর্মকর্তারাও থানায় ডেপুটেশনের সময় ছিলেন। এওজের প্রতিনিধিদল জানতে পারেন, বৃহস্পতিবার রাতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরাই তাঁদের গাড়ি করে মৃতপ্রায় রক্তাক্ত মান্নান-কে অট্টন্য অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেছেন। পুলিশ সদর দফতরের অফিসাররা হাসপাতালে গিয়ে অট্টন্য মান্নান-কে দেখে আসার প্রায় ১৮ ঘণ্টা পরও পুলিশ এ ব্যাপারে কোনও তদন্ত শুরু করেনি জেনে সাংবাদিক প্রতিনিধিদল তীব্র ক্ষোভ

প্রকাশ করেন। থানা থেকেই সভাপতি সুবল কুমার দে সিপাহিজলা জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন। সুপার এবং থানার পুলিশ কর্মকর্তারা দ্রুত তদন্ত করে অপরাধীদের গ্রেফতারের আশ্বাস দেন। এর পর বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সদস্যবৃন্দ এবং আগরতলা থেকে যাওয়া এওজ প্রতিনিধিদল থানার সামনের রাস্তায় বৃকে প্রাচ্যার্ভ খুলিয়ে এক প্রতিবাদ-সভায় মিলিত হন। এখানে

**সোনার বাজার দর**

১০ গ্রাম : ৪৭,৬০০

ভরি : ৫৫,৫৩৩

## অপহতা ছাত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। মধুবন স্কুলের এক ছাত্রীর অপহরণ ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। গৃহশিক্ষকের বাড়ি যাওয়ার পথে দাদাশের ছাত্রীকে অপহরণ করার অভিযোগ। এই ঘটনায় আমতলি থানায় একটি অভিযোগ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে অপহৃতার বোন সন্দেহজনক হিসেবে দু'জনের নামে মামলা করা হয়েছে। তারা হলো কুসুম চৌহান, সন্দেহের পণ্ডিত। তাদের বাড়ি বাধারঘাট এলাকায়। অপহৃতার বড় বোনের অভিযোগ, পাঁচদিন আগেই তার বোনকে অপহরণ করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার বোন উদ্ধার হয়নি। পড়াশোনা করার জন্যই ডু কলি এলাকায় নিকট আত্মীয়ের বাড়ি তে থাকতো ছাত্রীটি। তাকে অপহরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পর এটা প্রণয় গঠিত বিষয় বলে মনে করছে।

**প্রতিবাদী কলম**

খবর নয়, বেন বিক্ষোণ

7085917851

## মাটির উপরে পিচের প্রলেপ!



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। আমল বদলেছে সেটিং কিন্তু আগের মতোই চলছে। বামপন্থী ঠিকেকদার রামপন্থী নেতা-নেত্রীদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছেন নগদ নারায়ণের মাধ্যমে। আর তাই মাটির রাস্তার উপরেই কোনওরকম ইটের সলিং না বসিয়ে মাটিতেই ঢেলে দিচ্ছে পিচের ঢালাই। এভাবে ৩০০ মিটার রাস্তা তৈরি করে ফেলেছে জেলাইবাড়ির কলসীমুখ সাব জোনাল এডিসি ভিলেজের অধীনে দক্ষিণ ইচাছড়া শান্তিকালী আশ্রম থেকে রামরাইবাড়ি পর্যন্ত। ঠিকেকদার এককালের বামপন্থী নেতা সঞ্জয় বিশ্বাস। কিন্তু ঠিকেকদার বামপন্থী নেতা হলেও এলাকা ভরে রয়েছে রামপন্থী নেতা-নেত্রীতে। আর সেই কারণেই এককালের বামপন্থী নেতা সঞ্জয়বাবু পকেট খুঁড়ে ফেলে ঠিকেকদারের কাছে জানতে চান কেন এমনভাবে রাস্তা তৈরি করলেন তিনি। খবর দেওয়া হয় ইঞ্জিনিয়ারকে। এর পর ইঞ্জিনিয়ার এসেও জানিয়েছেন,

ইঞ্জিনিয়ারদেরকে। এবার গ্রামের নেতা-নেত্রীদের নগদ নারায়ণের মাধ্যমে পকেট পুরে যাবতীয় বাধা বিপত্তি এড়িয়ে ফেলেন। কিন্তু এলাকার মানুষেরা বিষয়টাকে প্রথম থেকেই ভালোভাবে নিচ্ছিলেন না। কিন্তু তারা ভেবেছিলেন স্থানীয় নেতা-নেত্রীরা এ নিয়ে কথা বলবেন। কিন্তু কেউই কিছু বলেননি। অথচ পাড়ার সবার চোখের সামনে দিয়েই লাল মাটির উপর পিচের আস্তরণ ঢেলে দিয়ে বাকবাকি সুন্দর পিচের রাস্তা তৈরি করে ফেলা হয়েছে। স্থানীয় মানুষেরা যখন বুঝে যান আর রক্ষে নেই যা করার করে ফেলেছেন ঠিকেকদার। এবার তিনি বিল জমা করবেন। তখনই গ্রামের মানুষেরা একজোট হয়ে বেলচা দিয়ে রাস্তা খুঁড়ে ফেলে ঠিকেকদারের কাছে জানতে চান কেন এমনভাবে রাস্তা তৈরি করলেন তিনি। খবর দেওয়া হয় ইঞ্জিনিয়ারকে। এর পর ইঞ্জিনিয়ার এসেও জানিয়েছেন,

তিনি বিষয়টা দেখছেন। তবে আগে কেন দেখেননি? এই প্রশ্নের তিনি কোনও উত্তর দিতে পারেননি। তবে চাপের মুখে ঠিকেকদার জানিয়েছেন, তিনি গ্রামের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে কথা বলেই এমনভাবে করেছেন। কারণ, তিনি এমনভাবে তৈরি না করলে গ্রামের নেতা-নেত্রীদের টাকা দিন আর না দিন সরকারি নিয়ম মোতাবেক যেভাবে নির্দেশ রয়েছে সেভাবেই রাস্তা করতে হবে। অন্যথায় তারা বিষয়টি নিয়ে পূর্ত দফতরের উদ্ভর্তন কর্তৃপক্ষের কাছে যাবেন। জানা গেছে, ঠিকেকদার কথা দিয়েছেন তিনি রাস্তাটি পুনরায় নির্মাণ করে দেবেন।

## ফাঁসির দাবিতে উত্তাল কিল্লা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর / চড়িলাম, ২৬ নভেম্বর।। স্বামীকে মারধর করে তার স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল দৃষ্টিভঙ্গি। পরবর্তী সময় তার উপর শারীরিক নির্যাতন চালায় কয়েকজন মিলে। পুলিশ অপহরণকারীদের কবল থেকে নির্যাতনকারীকে উদ্ধার করার পাশাপাশি তিনজন অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করেছিল। উদয়পুরের সেই ঘটনার অভিযুক্তদের এখন ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হয়েছে জমাতিয়া হদা। শুক্রবার কিল্লা থানা এলাকায় জমাতিয়া হদার তিনটি ময়ালের কয়েক শতাধিক নারী-পুরুষ সেই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে। তারা মিছিল করে কিল্লা থানায় এসে ওসি বিশ্বজিৎ দেববর্মার কাছে দাবি সনদ তুলে দেয়। এদিনের আন্দোলন কর্মসূচিতে शामिल হন কিল্লার বিধায়ক রামপদ জমাতিয়াও। জমাতিয়া হদার অত্রা পদ্মালি জমাতিয়া, বিচিত্র মোহন জমাতিয়া,



জ্যোতিষ জমাতিয়া-সহ আরও অনেকে এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন। গত ২০ নভেম্বর শান্তিরবাজার মহকুমার পতিছড়ি রাসমেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে উদয়পুর ইকো পার্কের সামনে এক দম্পত্যিক যিরে ধরে দৃষ্টিভঙ্গি। স্বামীকে মারধর করে তার স্ত্রীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় অভিযুক্তরা। পরদিন সকালে আততাবস্থায় ওই মহিলাকে উদ্ধার করা

হয়। সেই সাথে গ্রেফতার হয় তিন অভিযুক্ত। জমাতিয়া হদা এদিন পুলিশের হাতে পালিয়েছেন। তিন মথার সিপাহিজলা জেলা কমিটির উদ্যোগেও এদিন সন্ধ্যায় মোমবাতি মিছিল বের হয়। সেই মিছিলেও প্রচুর সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি বিশ্রামগঞ্জ মহারাজ চৌমুহনি থেকে শুরু হয়ে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে এসে শেষ হয়।

অত্রা কথা বলতে গিয়ে সেই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। তার মতে, এই ধরনের ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। এদিনের মিছিলে লোকজনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। একইভাবে এদিন টাকারজলা বাজারে ত্রিপ্রা মথার উদ্যোগেও ওই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলটি টাকারজলা চৌমুহনি থেকে শুরু হয়ে বাজার পর্যন্ত যায়। সেখানে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধ কনা জমাতিয়া, খাতুন দেববর্মা-সহ আরও অনেকেই এই মিছিলে অংশ নেন। তারাও সেই ঘটনার অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন। ত্রিপ্রা মথার সিপাহিজলা জেলা কমিটির উদ্যোগেও এদিন সন্ধ্যায় মোমবাতি মিছিল বের হয়। সেই মিছিলেও প্রচুর সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি বিশ্রামগঞ্জ মহারাজ চৌমুহনি থেকে শুরু হয়ে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে এসে শেষ হয়।

## প্রতিবাদ করে রক্তাক্ত প্রবীণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। নেশাগ্রস্ত যুবকের তাণ্ডবে জখম এক প্রবীণ। ঘটনা সিংহাই থানার কাতলামারা এলাকায়। গুরুতর জখম গৌতম রায়কে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার এক নিকট আত্মীয় জানান, কাতলামারা এলাকায় আবু ওরাং নামে এক যুবক নেশাগ্রস্ত হয়ে ঘুরে। তাকেই নেশার ট্যাবলেট খেতে বারণ করেছিলেন গৌতম। এই কারণেই রাস্তামুড়ার বাসিন্দা আবু আক্রমণ করে গৌতমের উপর। তাকে বেধড়ক পেটায়। এই ঘটনাটি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, সিংহাই থানা এলাকায় নেশার কারবার ব্যাপকহারে বেড়ে। পুলিশ এখন গাঁজা-সহ অন্য নেশা দ্রব্য কারবারদের বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ রেখেছে বলে অভিযোগ। পরোক্ষভাবে পুলিশের মদতেই নেশার কারবার লেগে এলাকায়। এরই শিকার গৌতম।

## ঘরে বন্দি প্রার্থী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। প্রথমবার প্রার্থী হয়েছে ভোট দিতে পারলেন না মিনু সরকার। তিনি আগরতলা পুরনিগমের ১নং ওয়ার্ডের প্রার্থী হয়েছিলেন। শুধু তিনি নন তার পরিবারের কেউই দুর্ভাগ্যবাহিনীর আক্রমণের মুখে ভোট দিতে পারলেন না। শুক্রবার নিজের বাড়িতেই সাংবাদিকদের ডেকে তাদের উপর হওয়া অত্যাচারের কথা তুলে ধরেন। মিনু সরকারের বাড়ি লংকামুড়া। ১নং ওয়ার্ডেই তৃণমূল প্রার্থীর বাড়িতে গুলি ছোড়া হয়েছিল। এবার ভোট দিতে পারলেন না কংগ্রেস প্রার্থী মিনু। তিনি জানিয়েছেন, ভোর থেকেই তার বাড়ি ঘিরে ফেলে ৪০০'র উপর লোক। এরা সবাই বামুটিয়া, লেখুছড়া, গান্ধীগ্রাম এবং মোহনপুর থেকে এসেছিল। এসেই হুমকি দিতে থাকে ভোট দিলে অবস্থা খারাপ হবে। ভোট প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেলেও পরিবারের কেউ ঘর থেকে বের হতে পারেননি। শুধু

তাই নয়, এলাকার ৭০ পরিবার ভোট দিতে পারেননি। অনেকেই চেষ্টা করেছিলেন ভোট দিতে যাওয়ার। কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি গালিগালাজ করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। মিনুর প্রশ্ন, তাহলে ভোট করে কি লাভ? সবাই নির্দিষ্ট একটি দল করলেই হয়। বাকিদের রাখার কোনও দরকার নেই। যদি গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে সবাইকেই সুযোগ দিতে হবে। মানুষ নিজের পছন্দ অনুযায়ী ভোট দেবে। এখানে দৃষ্টিভঙ্গি কেন হামলা করবে। তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন। মিনুর স্বামীও জানিয়েছেন, অনেক চেষ্টা করেও ভোট দিতে পারেননি। বিজেপির লোক'রা আমা

## আরও এক শিক্ষকের মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। চাকরিচ্যুত আরও এক শিক্ষকের মৃত্যু। শুক্রবার বিকাল সাড়ে তিনটা নাগাদ সাক্রম এলাকার চাকরিচ্যুত শিক্ষক স্বপন দেবনাথ (৪৬) মারা গেছেন। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত



ছিলেন। এক প্রকার বিনা চিকিৎসাতেই এই শিক্ষক মারা গেছেন বলে দাবি করেছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সংগঠন জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি। স্বপন জগৎপুর এসবি স্কুলের অন্ততক শিক্ষক ছিলেন। তাকে নিয়ে ১০৩২৩ শিক্ষকদের মধ্যে ১১৫ জনের মৃত্যু হলো। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির নেতা কমল বেব জানান, চাকরি হারানোর পর থেকেই মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন স্বপন। বেতনহীন অবস্থায় নিজের চিকিৎসা পর্যন্ত করতে পারেননি। তিনি স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে বাড়িতে রেখে গেছেন। আর কতটা মৃতদেহ দেখলে সরকারের ঘুম ভাঙবে এই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

**Ram Bricks Industries**

**Jirania**

ইটের জন্য কোম্পানীর একমাত্র নিজস্ব এই ফোন

নম্বরে যোগাযোগ করুন।

**Mob - 7640085418**

**LIC**

JOIN LIC as Insurance Advisor today For a Secure Second income and Family future, working Part time/Full time. **Special Benefits:** First time LIC Provide Monthly Stipend 5000 to 6000/-, Incentive, Commission, Royalty Income, Gratuity, Pension etc. **Qualification :** Mini mum Madhyamik Passed, Contact only Inter-ested Candidate No- 7005400300.

**সমস্যার সমাধান**

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট

**বাবা আমিল সুফি**

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুণ্ডাবিয়া কাল্যাঘাত, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

**CONTACT 9667700474**

**VISION CONSULTANCY**

**Admission Point**

We Provide Admission Guidance for **MBBS / BDS / BAMS**

**TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA** (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)

**LOW PACKAGE 45 LAKH**

**NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY**

Call Us : 9560462263 / 9436470381

Address : Office lane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

A complete solution for a Healthy life

Be in touch with **YOUNITED SUPER SPECIALITY CLINIC & SRL DIAGNOSTICS** for a better health for your Family

**Doctors available**

**Dr Angshuman Bhattacharjee** Diabetologist

**Dr S. Chakraborty** MS ENT

**Dr Dayeeta Choudhury** Dietitian

**Madhusmita Roy MS (RIMS)** Consultant Obstetrician & Gynecologist

**SRL -এর মাধ্যমে এখানে রক্ত, মল, মূত্র, কফ পরীক্ষা করা হয়**

Milansangha near Mouchak club 1st floor, For appointment:- 8256997699

## মানবিক আবেদন



**দেবলীনা চক্রবর্তী**

মেয়েটির বাবা শ্রী পরিমল চক্রবর্তী বেকার। মা শ্রীমতি ঝু মা চক্রবর্তী ১০,৩২৩ এর একজন শিক্ষিকা ছিলেন এবং বর্তমানে চাকরি হারিয়ে শিশুহারা। দেবলীনার বোনমেরো ট্রান্সপ্লান্ট প্রয়োজন। ব্যয়বহুল এই চিকিৎসা পরিবারটি কোনওভাবেই বহন করতে পারবে না। সকলের সাহায্য কামনা করছে পরিবারটি। দয়া করে সাহায্য করুন এবং মেয়েটির চিকিৎসায় হাত বাড়িয়ে দিন। বাড়ি : এডিনগর, রোড নং ১১, বেলতলি, আগরতলা।

## Bank Details

IFSC- SBIN 0000002  
A/C No. 30749360129, Sbt Branch.  
Ph. 9436130674